Year 13 | Issue 14
12 - 18 June 2026
বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ১৪
০৯ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১
০৪ জিলহজ্জ ১৪৪৭হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

পর্দা উঠলো বিশ্বকাপের

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বৃহস্পতিবার (১১ জুন) পর্দা উঠলো বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ আসর ফিফা বিশ্বকাপের। ফুটবল ইতিহাসের বৃহত্তম এই মহাযজ্ঞ -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

ইসরাইলের কারাগারে ভয়াবহ চিত্র

কুকুর লেলিয়ে দিয়ে পাশবিক নির্যাতন

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : ফিলিস্তিনি বন্দিদের ওপর মারধর ও অনিদ্রার মতো সাধারণ নির্যাতনের খবরে বিশ্ববাসী অনেকটা অভ্যস্তই হয়ে উঠেছে। কিন্তু ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে সামনে আসা বিশদ সাক্ষ্যগুলো দখলদার ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর নতুন এক ভয়াবহ ও বিকৃত বাস্তবতাকে উন্মোচিত করেছে।

নেগেভ মরুভূমির কুখ্যাত 'সদে তেইমান' সহ বিভিন্ন ইসরাইলি কারাগার ও বন্দি শিবিরগুলো এখন ফিলিস্তিনিদের ওপর পরিকল্পিত যৌন নির্যাতনের পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে, ফিলিস্তিনি বন্দিদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত সত্ত্বা ধ্বংস করার লক্ষ্যে সেখানে প্রশিক্ষিত কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ধর্ষণের মতো জঘন্য নীতি কার্যকর করা হচ্ছে। ইসরাইলের কঠোর সামরিক সেন্সরশিপের দেয়াল ভেঙে এ ভয়াবহতার বিষয়টি সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে।

গত ১৮ এপ্রিল ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং ইসরাইলের সাবেক সেনা সদস্য শাহেল বেন-এফ্রাইম নিজেও এ অমানবিক নির্যাতনের বিরল ও শিউরে ওঠা কাহিনির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সদে তেইমান কেন্দ্রের দুই প্রহরীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার

পর বেন-এফ্রাইম জানান, বন্দিদের ওপর যৌন নির্যাতনে কুকুরের ব্যবহার এখন ইসরাইলি বাহিনীর একটি 'ওপেন সিক্রেট' বিষয়। একজন প্রহরী স্বীকার করেছেন যে, তিনি এমন দৃশ্য দেখেছেন যা মুখে বর্ণনা করার মতো নয়। অন্য এক প্রহরী নিশ্চিত করেছেন, সেখানে স্টাফদের মধ্যে কুকুর দিয়ে ধর্ষণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং বিশ্বাসযোগ্য।

বি'সেলেম, ইউরো-মেডিটেরেনিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর এবং প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস-এর মতো সংস্থাগুলোর তদন্তেও এ ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে।

তারা একে সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদ ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে একটি 'নির্যাতন শিবির' হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার মূল লক্ষ্য ফিলিস্তিনিদের মনস্তাত্ত্বিক বিনাশ।

প্রত্যক্ষদর্শীর বীভৎস বর্ণনা :

ইসরাইলের কারাগার থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তিরা এমন সব পাশবিকতার বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রচলিত সামরিক শৃঙ্খলার বাইরে। ৩৫ বছর বয়সী 'এ.এ.' (ছদ্মনাম), যিনি ১৯ মাস সদে তেইমানে বন্দি ছিলেন। তিনি জানান, তাকে একটি সিসিটিভি ক্যামেরাবিহীন করিডোরে নিয়ে গিয়ে নগ্ন করা হয়। সেখানে তাকে একটি প্রশিক্ষিত কুকুর দিয়ে প্রায় তিন মিনিট ধরে পাশবিক নির্যাতন করা হয়। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত ইসরাইলি সৈন্যরা হাসাহাসি করছিল এবং তার যন্ত্রণা বাড়াতে মুখে পেপার স্প্রে ছিটিয়ে দিচ্ছিল।

৪৩ বছর বয়সী ওয়াজদি নামে অন্য এক বন্দি জানান, তাকে লোহার বিছানায় বেঁধে সৈন্য এবং কুকুর উভয়ই ধর্ষণ করেছিল। সৈন্যরা পুরো ঘটনাটি ভিডিও করছিল যাতে ভবিষ্যতে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়।

অন্য একটি তথ্যে জানা যায়, এক বন্দির যৌনাঙ্গ কুকুর কামড়ে ছিঁড়ে ফেললে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

স্মার্টফোনে অশ্লীল কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ

যুক্তরাজ্যে আসছে নতুন আইন

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬: শিশু-কিশোরদের স্মার্টফোন ও অন্যান্য ডিভাইসে নগ্ন ও যৌনতাসম্পন্ন ছবি দেখা, পাঠানো বা সংরক্ষণ বন্ধ করতে অ্যাপল, গুগলসহ বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার।

লন্ডন টেক উইকে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ইসলামী ব্যাংকে অস্থিরতা

সাতদিনে ৪ হাজার ২৪০ কোটি টাকা তুলেন নিলেন গ্রাহকেরা

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : নতুন চেয়ারম্যান খুরশীদ আলমের নিয়োগকে কেন্দ্র করে ইসলামী ব্যাংকে ফের অস্থিরতা শুরু হয়েছে। এতে ব্যাংক থেকে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বেশি টাকা উত্তোলন হয়েছে। গত সাত দিনে ব্যাংক আমানত হারিয়েছে ৪ হাজার ২৪০ কোটি টাকা। এরপর গত দুই দিনে আমানতের পরিমাণ আরো কমেছে। এতে তারল্যসংকটে পড়েছে ব্যাংক। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা বা সিআরআর রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ইসলামী ব্যাংক। সংকট মেটাতে গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে ১০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ ধার চেয়েছে ব্যাংকটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র শাহরিয়ার সিদ্দিকী মিডিয়াকে বলেন, ইসলামী ব্যাংকের -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

অবশেষে ফিরে এসেছে ইসহাক, পরিবারে স্বস্তি

দেশ রিপোর্ট, ১২ জুন ২০২৬: অবশেষে ফিরে এসেছে ইসহাক। সাতদিনই সে নিখোঁজ ছিলো। ইসহাক ফিরে আসায় তার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে । অবসান ঘটেছে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির ।

টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দা ১৫ বছরের স্কুল পড়ুয়া ইসহাক ৪ জুন সন্ধ্যায় হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এরপর তাকে ফিরে পেতে পুলিশ, টাওয়ার হ্যালেটস কাউন্সিল, কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ খোজাখুঁজি শুরু করে। অবশেষে সপ্তাহের মাথায় (১০ জুন বুধবার) সে ফিরে এসেছে । তার ফিরে আসায় পরিবারে তো বটেই, কমিউনিটিতেও স্বস্তি ফিরে এসেছে । কারণ ইসহাক নিখোঁজ হওয়ার পর পুরো কমিউনিটিতে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কোথায় ছিলো ইসহাক? তা এখনো জানা যায়নি। যতটুকু জানা গেছে, মায়ের শাসনে অভিমান করে ইসহাক বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। তার কিছুটা শারিরীক জটিলতাও (অটিজম) রয়েছে । যাক, ইসহাক ফিরে এসেছে এটাই পরিবারের কাছে সবচেয়ে স্বস্তির বিষয় । ইসহাকের পরিবার সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা

জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ম্যাসেজ শেয়ার করেছে । ম্যাসেজটি নিচে হুবহু তুলে ধরা হলো:

"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অসীম দয়া, হেফাজত ও অনুগ্রহে আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমার ছেলে ইসহাককে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সে এখন নিরাপদে বাড়িতে ফিরে এসেছে।

এই মুহূর্তে আমরা যে স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। গত কয়েকটি দিন ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোর একটি । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া, তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন এবং আমাদের প্রিয় সন্তানকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই সেই সকল মানুষকে, যারা পোস্ট শেয়ার করেছেন, খোঁজাখুঁজিতে অংশ নিয়েছেন, দোয়া করেছেন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছেন, তথ্য দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এবং এই কঠিন সময়ে আমাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন । আপনাদের ভালোবাসা, সহানুভূতি ও দোয়া আমরা কখনো ভুলব না।

বিশেষ ধন্যবাদ পুলিশ, কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় সংগঠন, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং সকলকে, যারা ইসহাককে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের অনুরোধ, আপনারা ইসহাক এবং আমাদের পরিবারের জন্য দোয়া করতে থাকবেন, যেন আমরা এই কঠিন সময় কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারি। "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি ।-(সূরা আল-ইনশিরাহ)। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইসহাক এখন বাড়িতে, নিরাপদে আছে। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।"

প্রধানমন্ত্রীর জন্য রাস্তা বানাতে 'ইটভাড়া' নিয়েছিল এলজিইডি

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ী সফরের সময় একটি আধা কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ইট-বালু ফেলে রাতারাতি নির্মাণ করেছিল

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এ রাস্তা দিয়েই প্রধানমন্ত্রী তাঁর পৈতৃক ভিটায় পৌঁছান। প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষে সেই সড়কের ইট তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন বৃষ্টিতে এ সড়কে চলাচল করতে গিয়ে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। যার কারণে এলাকায় নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাবতলী উপজেলার নশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে চৌকির খাল হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পৈতৃক বাড়ি পর্যন্ত ৫০০ মিটার এ কাঁচা সড়ক পাকাকরণের জন্য গত অর্থবছর এলজিইডি থেকে ৮৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কার্যাদেশ পাওয়ার পরও ঠিকাদার সঠিক সময়ে কাজ শুরু করেননি। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী সফরের সময় এ কাঁচা সড়কে অস্থায়ীভাবে ইট বিছানো হয়। আনুষঙ্গিক কিছু কাজসহ এতে ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রায় ১০ লাখ টাকা। প্রধানমন্ত্রী ফিরে যাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে সড়কের ৫০০ মিটার অংশে বিছানো ইট পুরোটায় তুলে নেওয়া হয়েছে। নিয়মনীতি মেনেই অস্থায়ীভাবে সড়কে ইট বিছানো হয়েছিল বলে দাবি করেছেন এলজিইডির বগুড়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মাসুদুজ্জামান। তিনি বলেন, ওই সড়ক পাকা করতে ৮৪ লাখ টাকা আগেই বরাদ্দ হয়েছে। এ কারণে সেখানে অস্থায়ীভাবে বিছানো ইট ঠিকাদারকে তুলে নিতে বলা হয়েছে। কারণ, অস্থায়ীভাবে সোলিং করার জন্য ইট ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ইট কিনতে গেলে ব্যয় অনেক বেড়ে যেতে।

এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, বাগবাড়ি-সোনাহাটা সড়ক থেকে জিয়াবাড়ি পর্যন্ত সংযোগ সড়কটি কার্পেটিং করার জন্য গত অর্থবছরে এলজিইডি থেকে ৮৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। দরপত্র আহ্বানের পর গত বছরের আগস্ট মাসে মেসার্স হক ট্রেডার্স নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী, এ বছরের আগস্টের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা রয়েছে। কিন্তু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত সড়ক পাকাকরণের কাজ শুরুই করেনি।

এর মধ্যে গত ২০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বগুড়া সফরে আসেন। এদিন তিনি বাগবাড়ী শহীদ জিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন, চৌকিরদহ খাল খননকাজের উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী পৈতৃক ভিটা জিয়াবাড়ি পরিদর্শন করেন।

যুক্তরাজ্যে পাচার হওয়া ২৫ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ জব্দ

শিগগিরই দেশে ফেরত নেওয়া হবে : গভর্ণর

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬: বিদেশে পাচার হওয়া বাংলাদেশের অর্থ ও সম্পদ ফেরত আনার অগ্রগতি হয়েছে। যুক্তরাজ্যে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। 'স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারী' (পাচার হওয়া সম্পদ) এর অংশ হিসেবে এই সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষ করে খুব শিগগিরই এই অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান।

সোমবার (৮ জুন) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদের নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এই তথ্য জানান।

তিনি জানান, একই সঙ্গে ব্যাংকিং খাতের চলমান সংস্কার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, খেলাপি ঋণ কমানো, দুর্বল ব্যাংকের পুনর্গঠন এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবার সম্প্রসারণ, আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা করেন গভর্নর।

এ সময় সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও 'নিউ এজ' পত্রিকার

সম্পাদক নুরুল কবীর এবং সাধারণ সম্পাদক ও 'বণিক বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ইনকিলাব সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দীন, সমকাল সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী এবং দৈনিক আগামীর সময় সম্পাদক মোস্তফা মামুন প্রতিনিধি দলের সভায় অংশ নেন। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরেরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ও সুশাসন ফেরাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির কথা তুলে ধরে গভর্নর জানান, ইতোমধ্যে এই প্রক্রিয়ায় কিছু প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাংকগুলোর কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (সিবিএস) উন্নয়ন ও সমন্বয় সম্পন্ন হওয়ার পর পুনর্গঠন কার্যক্রম আরও গতি পাবে।

গভর্নর ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি বৃহৎ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি সম্পাদকদের জানান।

Soptosur UK
Job Opportunities
COMMUNITY FUND

Soptosur UK is an independent arts-focused organisation based in Dartford, supporting young people and community members living locally and in surrounding areas.

We provide a wide range of activities, including:

Music-making | Classical music | Dance sessions | Bangla language lessons | Public speaking | Environmental activities | Badminton

Over the years, we have expanded our programme to engage more members of the community. We now offer badminton and other sports activities, language classes, gardening and food-growing projects, and health awareness initiatives. We are also preparing to launch a new programme supporting girls and women, funded by The National Lottery Community Fund.

Women's Development Officer
- 20 hours per week
- Salary: £21,500 per annum

Administrator
- 3 hours per week
- Rate: £20 per hour

How to Apply: If you are interested in either position, please send your CV and a covering email to: info@soptosur.org.uk

Application Deadline: Friday, 26 June 2026

Supported by: COMMUNITY FUND

For Job Description please visit https://deshonline.co.uk/2026/06/04/67623/

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 14 | 12 - 18 June 2026

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

যুক্তরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টাকালে ৩ শতাধিক যুবক অপহরণ

কিডনি কেটে নেওয়ার হুমকি জোর করে অস্ত্রোপচার

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬: যুক্তরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টাকালে গতবছর গ্রীষ্মে তিন শতাধিক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে অপহরণ ও নির্যাতনের পর তাদের কিডনি কেটে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল লিবিয়ার এক মিলিশিয়া গোষ্ঠী। বিবিসি এক অনুসন্ধানের পর এই তথ্য জানিয়েছে।

অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার এই যুবকদের সবাই ইরাকি কুর্দিস্তানের বাসিন্দা। লিবিয়ায় একটি সশস্ত্র মিলিশিয়া গোষ্ঠী তাদেরকে আটকে রেখে প্রত্যেকের পরিবারের কাছে ৫ হাজার ডলার (প্রায় ৩ হাজার ৭০০ পাউন্ড) মুক্তিপণ দাবি করে। সময়মতো এই মুক্তিপণ না দিলে বন্দিদের কিডনি কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে ফিরে আসা কয়েকজন অভিবাসনপ্রত্যাশী তাদের ওপর চলা নির্যাতনের প্রমাণ দেখিয়েছেন। তাছাড়া জোর করে অস্ত্রোপচার করার কিছু ছবিও পাওয়া গেছে, তবে তা এখনও নিশ্চিতভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

সাবেক বন্দিরা জানান, প্রায় ১৮০ জনকে একটিমাত্র ছোট কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং কতজন এখনও বন্দি আছেন তা স্পষ্ট নয়।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগর উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল মিলিশিয়া গোষ্ঠীটির। কিন্তু ইরাকি কুর্দি মানবপাচারকারী নোয়াহ অ্যারনের সঙ্গে অর্থ লেনদেন নিয়ে বিরোধের জেরে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা অপহৃত হন।

অ্যারন ওই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যাত্রার আয়োজন -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

লাইসেন্স ছাড়াই ১৭ বছর পাইলট, অবশেষে গ্রেপ্তার

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : প্রয়োজনীয় ও উচ্চতর লাইসেন্স ছাড়াই প্রায় ১৭ বছর ধরে শত শত বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার অভিযোগে কানাডার এক

সাবেক পাইলটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওন্টারিও প্রদেশের পিল অঞ্চলের পুলিশ দীর্ঘ চার মাস তদন্তের পর এয়ার কানাডার সাবেক ক্যাপ্টেন জিওফ্রে ওয়ালের বিরুদ্ধে জালিয়াতিসহ বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ এনেছে।

বুধবার (১০ জুন) আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

পিল আঞ্চলিক পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ৫৯ বছর বয়সী জিওফ্রে ওয়াল ২০০৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে জাল পাইলট লাইসেন্স ব্যবহার করে দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক রুটে ৯০০টিরও বেশি ফ্লাইট পরিচালনা করেছেন। ২০২৫ সালে অবসরে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের অনুসন্ধান

এপস্টেইনের কাছে কেন পাঠানো হতো তরুণীদের

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : কুখ্যাত মার্কিন যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনের চক্রের কাছে তরুণী ও মডেলদের পাঠানোর পেছনে ফরাসি মডেলিং এজেন্ট জঁ-লুক ব্রুনেলের ভূমিকা নিয়ে এক নতুন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

সবার জন্য ব্যবসার সুযোগ তৈরির প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ১০ জুন : সবার জন্য সুন্দরভাবে ব্যবসা করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

তিনি বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য এমন সুবিধা তৈরি করা হবে, যেখানে তারা সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে পারেন। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। সেইভাবেই আমরা চেষ্টা করছি এবারকার বাজেটটি তৈরি করতে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজকরণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বুধবার (১০ জুন) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন ও প্রথম বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিন প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বিকাল তিনটা থেকে শুরু হওয়া অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম। কুমিল্লা-১০ আসনের সংসদ মো. মোবাশ্বের আলমের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিশেষ করে স্বৈরাচারের পতনের পরে আমরা আগেও দেখেছি এবং পতনের পরে আমরা আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে দুর্নীতি এবং অর্থপাচারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশকে গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক সুশৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনতে হবে এবং একই সঙ্গে দেশে ব্যবসা-বান্ধব একটি পরিস্থিতি বা পরিবেশও গড়ে তুলতে হবে। আগামী ক'দিন পরে (১১ জুন বাজেট উপস্থাপন) আমাদের বাজেট আমরা উপস্থাপন করবো, এই সরকারের প্রথম বাজেট উপস্থাপিত হবে। সেখানেও আমরা চেষ্টা করেছি দেশে যারা ব্যবসায়ী আছেন তাদেরকে সেটি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী হতে পারেন ট্রেডারও হতে পারেন অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারেন। যেই হোন না কেন– প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য এমন সুবিধা তৈরি করা যেখানে তারা সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে পারেন। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। সেইভাবেই আমরা চেষ্টা করছি এবারকার বাজেটটি তৈরি করতে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণলয় কর্তৃক কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমদানি ও রফতানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দফতর হতে আমদানি ও রফতানি নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুততর সময়ের মধ্যে প্রদান করা হচ্ছে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য রফতানি নীতি হালনাগাদ করা হয়েছে এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২৬-২০২৯ হালনাগাদকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সহজে বাজারে প্রবেশ করতে পারেন। রফতানির উদ্দেশ্যে আমদানির ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্ডেড এবং নন-বন্ডেড সব প্রতিষ্ঠানসমূহকে এফওসি (ফ্রি অব চার্জ বা ফ্রি অব কস্ট)-ভিত্তিতে আমদানির সুযোগের আওতা আরও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। আমদানি সহজীকরণের লক্ষ্যে মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি সহজ করা হচ্ছে এবং সব আমদানিকারকদের জন্য মূল্যসীমা নির্বিশেষ এলসি ব্যতিত চুক্তির মাধ্যমে আমদানির সুযোগ রাখা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি বাস্তবায়ন ও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ করার জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাইমা রহমান কি ব্রাজিল সমর্থক?

ঢাকা, ১০ জুন : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমানের একটি স্টোরি নিয়ে তোলপাড় এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ইন্সটাগ্রামে দেওয়া এক স্টোরিতে ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের একটি পুরোনো ছবি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী কন্যা ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আপনারা কি রেডি?'

স্টোরিতে ব্রাজিলের জাতীয় ফুটবল দলের পুরোনো একটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে রোনালদো উড়োজাহাজ থেকে নামছেন এবং হাতে ভিডিও ক্যামেরা ধরে আছেন। উপরে বাংলায় লেখা আছে, 'আপনারা কি রেডি?' এছাড়া সার্জিও মেন্ডেজ অ্যান্ড ব্রাজিল ৬৬ গানও যুক্ত আছে। যেখানে ব্রাজিলের সংস্কৃতি সাম্বার তাল, লয় মিশে আছে।

স্টোরিটি প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই ধারণা

করছেন, জাইমা রহমান ব্রাজিল ফুটবল দলের সমর্থক হতে পারেন। বিশেষ করে ব্রাজিলের ছবি এবং সংশ্লিষ্ট সংগীত ব্যবহারের কারণে এমন আলোচনা আরও জোরালো হয়েছে।

ফুটবল বিশ্বে ব্রাজিলের জনপ্রিয়তা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশেও কোটি কোটি সমর্থকের মতো ব্রাজিলকে ঘিরে উচ্ছ্বাস দেখা যায় বিভিন্ন অঙ্গনের পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেও। ফুটবলপ্রেমীদের কাছে তার এই স্টোরি ব্রাজিল-ভক্তদের জন্য এক ধরনের শুভেচ্ছা ও উৎসাহের বার্তা হিসেবে ধরা পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক ব্রাজিল সমর্থকও পোস্টটি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন।

বড়লেখায় চাঞ্চল্যকর জোড়া খুনের আসামি গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ জুন ২০২৬: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় চাঞ্চল্যকর দুই ভাই হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি সামছুল ইসলামকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার (৭ জুন) রাতে বড়লেখা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। সামছুল ইসলাম উপজেলার বিওসি কেছরীগুল (মাঠগুদাম) এলাকার মৃত আব্দুস ছবুরের ছেলে। সোমবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর বিওসি কেছরীগুল (মাঠগুদাম) গ্রামে পূর্ব বিরোধের প্রতিপক্ষের সামছুল ইসলাম গং আব্দুল কাইয়ুম ও তার ভাই জামাল উদ্দিনকে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটা দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন।

এতে ঘটনাস্থলেই দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ২৯ ডিসেম্বর নিহত এক ভাইয়ের স্ত্রী হালিমা বেগম বাদী হয়ে ১৬ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ১০ থেকে ১৫ জনকে আসামি করে বড়লেখা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

বড়লেখা থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান খান সোমবার বিকেলে জানান, দুই ভাই হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি সামছুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে রোবাবর দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

মাথাপিছু আয়ে ৩ হাজার ডলারের মাইলফলকে বাংলাদেশ

ঢাকা, ১০ জুন : দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মাথাপিছু আয় ৩ হাজার মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকারও ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, পরিসংখ্যানগত এই অগ্রগতির সুফল সাধারণ মানুষের জীবনমান ও ক্রয়ক্ষমতায় কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, বিদায়ী অর্থবছরে দেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮৭৩ টাকা, যা ডলারের হিসাবে ৩ হাজার ২০ ডলার। এর আগের অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫১১ টাকা বা ২ হাজার ৭৬৯ ডলার। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৩৪ হাজার ৩৬২ টাকা।

বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, একই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও ইতিবাচক গতি ফিরে এসেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরের ৩ দশমিক ৪৯ শতাংশের তুলনায় বেশি।

বর্তমান বাজারমূল্যে দেশের অর্থনীতির আকারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিদায়ী অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৬১ লাখ ২০ হাজার ২০৯ কোটি টাকা, যা প্রায় ৫০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য। আগের অর্থবছরে অর্থনীতির আকার ছিল ৫৫ লাখ ১৫ হাজার ২৬ কোটি টাকা বা ৪৫৬ বিলিয়ন ডলার।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় থাকা ইতিবাচক সংকেত। মাথাপিছু আয় ৩ হাজার ডলার ছাড়ানো এবং অর্থনীতির আকার ৫০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করাও দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।

তবে অর্থনীতিবিদদের মতে, কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বা জিডিপির আকার বড় হওয়াই যথেষ্ট নয়। আয় বৃদ্ধির সুফল সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছানো, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির চাপ কমিয়ে মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোই হবে আগামী দিনের বড় চ্যালেঞ্জ।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবের এই তথ্য বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি নতুন মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হলেও এর বাস্তব প্রভাব মূল্যায়ন হবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে।

ব্যাখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বিরোধী এমপিদের এলাকার উন্নয়ন তদারকিতে নারী এমপিদের দায়িত্ব

ঢাকা, ১০ জুন : বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচনি এলাকায় সরকার দলীয় নারী সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বুধবার (১০ জুন) সংসদ অধিবেশনে ঢাকা-১৪ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য মীর আহমাদ বিন কাসেম এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন তোলেন।

তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সরকারদলীয় নারী এমপিদের বিরোধী দলের এমপিদের এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকি এবং জিও লেটার ইস্যুর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ সংসদ সদস্যের প্রশ্ন, এ তথ্য থেকে আমাদের মনে হচ্ছে, তাদেরকে এ কাজ কি এই জন্য দেওয়া হচ্ছে যাতে আমরা যারা বিরোধী দলীয় এমপি আছি, আমাদের এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমাদের কোনো হাত থাকবে না?

এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনি বোধহয় জানেন, আমাদের বা আপনাদের দল থেকে যেসব নারী সদস্যকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে, সংবিধানে বা আইনে নির্দিষ্টভাবে তাদের

কোনো আসন নেই। সে কারণেই খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক কাঠামো আছে, তার ভিত্তিতে আমরা দলীয় অবস্থান থেকে তাদের জন্য কিছু জায়গা নির্দিষ্ট করেছি যে তারা কোথায় কোথায় কাজ করবে।

এরপর প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনার নির্বাচনি এলাকায় আপনার সম্পূর্ণ হক আছে যে আপনি আপনার এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে কীভাবে ভূমিকা রাখতে চান। কিন্তু যেহেতু এ সংসদ নারী নেত্রীদের নির্বাচিত করেছে, সেহেতু খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদেরও একইরকমভাবে হক আছে। সে চিন্তা থেকেই সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে এগোচ্ছি বলে জানান তিনি।

তিনি বিরোধী দলের এমপিদের আশ্বস্ত করে বলেন, আপনার এলাকার উন্নয়নে যদি আমার কোনো সহযোগিতা করা লাগে, আপনি জানাবেন, আমি সরাসরি সহযোগিতার চেষ্টা করবো।

উল্লেখ্য, জিও লেটার বা সরকারি অর্ডার লেটার হলো কোনো জনপ্রতিনিধি (এমপি, মন্ত্রী বা অন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) কর্তৃক সরকারি দপ্তরের কাছে দেওয়া একটি সুপারিশ বা অনুমোদনপত্র।

সাধারণত কোনো এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প, রাস্তা-মেরামত, স্কুল-কলেজের অবকাঠামো, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বা অন্যান্য সরকারি সুবিধা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির জিও লেটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্যাংক এমডিদের উদ্বেগ

ইসলামী ব্যাংকের ‘অস্থিরতা’ ব্যাংক খাতে প্রভাব ফেলছে

ঢাকা, ১০ জুন : ইসলামী ব্যাংকে চলমান অস্থিরতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ (এবিবি)। পাশাপাশি বিষয়টির দ্রুত সমাধান হলে ব্যাংক খাতের জন্য ভালো হবে বলে মনে করেন তারা।

বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ উদ্বেগের কথা জানান এবিবির চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাসরুর আরেফিন। নিয়মিত ব্যাংকার্স সভায় আলোচ্যসূচির বাইরে এ আলোচনা হয়।

মাসরুর আরেফিন বলেন, দেশের বৃহত্তম ব্যাংকটির সংকট দ্রুত সমাধান হওয়া প্রয়োজন এবং এ জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে সমঝোতা জরুরি। ইসলামী ব্যাংকে যা চলছে, এটা পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে বড় রকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলা শুরু করেছে। আমরা চাই যে দ্রুত দুই পক্ষ মিলে এটা সমঝোতা করা হোক। বিষয়টি নিয়ে ব্যাংকাররা উদ্বিগ্ন। গভর্নরও এই পরিস্থিতিকে কেবল ব্যাংকিং খাতের সমস্যা হিসেবে নয়, রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবেও দেখছেন।

এবিবির চেয়ারম্যান বলেন, ব্যাংক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে গভর্নর কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। তিনি ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোতে (সিআইবি) সঠিক তথ্য দেওয়ার নির্দেশনাও দিয়েছেন।

সভায় গুরুত্ব পায় ঋণ প্রবৃদ্ধি বাড়াতে প্রস্তাবিত ৬০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ অর্থায়ন কর্মসূচি। মাসরুর আরেফিন বলেন, বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ঋণ প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি। ক্রেডিট গ্রোথ এখন আমাদের অন্যতম প্রধান ইস্যু। গভর্নরও চান ক্রেডিট গ্রোথ বাড়ুক। সে কারণেই এ প্যাকেজটি আসছে। তার ভাষ্য, ঋণ কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তহবিলের একটি অংশ দেবে এবং বাকি অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে নেওয়া হবে। তবে ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত অর্থের বড় অংশ বর্তমানে ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ করা থাকায় অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এবিবি চেয়ারম্যান বলেন, আমরা গভর্নরকে জানিয়েছি, কী পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কারণ আমাদের অর্থের বড় অংশ ইতোমধ্যে ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ করা আছে।

ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ নিয়েও সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আগামী ১ জুলাই থেকে বাংলা কিউআর কোড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কথা ইতোমধ্যে জানানো হয়েছে।

দেশের সব ব্যাংক সম্মিলিতভাবে বাংলা কিউআর কোডের প্রচার শুরু করবে তুলে ধরে মাসরুর আরেফিন বলেন, এবিবি এবং সদস্য ব্যাংকগুলো একযোগে বিলবোর্ড, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে বাংলা কিউআরের প্রচার চালাবে। একই সঙ্গে সারা দেশে হাজার হাজার কিউআর কোড স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সপ্তমবারের মতো

বিশ্বকাপে খবরের মাঠে মতিউর রহমান চৌধুরী

ঢাকা, ১০ জুন : কূটনীতির দুঁদে রিপোর্টার। রাজনীতির অন্দরের খবর আর অনুসন্ধানের জাঁদরেল লিখিয়ে। সব ছাপিয়ে এখন তিনি ছুটছেন বিশ্বকাপ ফুটবলের মাঠে। আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকো। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় খেলার আসরে পায়ে পায়ে বল যখন ছুটতে থাকবে তখন তিনি কলম নিয়ে ছুটবেন খেলার অসাধারণ সব কেমিস্ট্রি লিখতে। যাতে থাকবে গৎবাঁধা খেলার রিপোর্টের বাইরে একেবারেই ভিন্ন স্বাদের কিছু। প্রতিদিনের প্রকাশিত পত্রিকা আর অনলাইনে ঠাসা থাকবে মাঠের টাটকা সব খবর। সপ্তমবারের মতো বিশ্বকাপের মাঠে হাজির থাকছেন মানবজমিন প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী। তিনি খেলার মাঠে খবরের মাঠ তাতাবেন বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরে।

মতিউর রহমান চৌধুরী কী করে ফুটবলে? সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলেছেন এক রোমাঞ্চকর গল্প। তখন ইত্তেফাকে কূটনৈতিক রিপোর্টার। পিঠে ক্রীড়া সাংবাদিকের তকমা লাগালেই খেলা নিয়ে রিপোর্ট করতে হবে এমন ধারণা নিয়ে টেবিলে বসে আপসোস করবো- এমনটা ছিলাম না। নাছোড়বান্দা হয়েই গিয়েছিলাম ইতালির বিশ্বকাপে।

’৮৬-র বিশ্বকাপে জাদুকরি আর অবিশ্বাস্য সব ঘটনা হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মিলানে। দিনগুলোর কথা ভাবলে আজও অবিশ্বাস্য মনে হয়।

ভিসা, টিকিট, অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড কিচ্ছু নেই। অর্থকড়ির টানাপড়েন

আর বলতে! ইত্তেফাকে কূটনৈতিক রিপোর্টার থেকে হয়ে গেলাম ক্রীড়া সাংবাদিক। দিয়াগো ম্যারাডোনার ফুটবল নিয়ে ছুটোছুটির মোহময় ভঙ্গি আমাকে সেদিন বিশ্বকাপের মাঠে জাদুর মতোই টেনেছিল- এটাই অমোঘ সত্য। তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস। ’৯০-এর বিশ্বকাপ দিয়ে শুরু অভিযাত্রা। এরপর সেই যে ফুটবলে মজেছি, আজও সেই গোলাকার হাওয়া ভর্তি বস্তুটির পেছনে ছুটছি। যাচ্ছি এবারো বিশ্বকাপে। বিশ্বকাপের এবারের আসর নিয়েও আমার কলম ছুটতে থাকবে ফুটবল মাঠে।

চিত্রনায়ক সালমান শাহর লাশ কবর থেকে উত্তোলনের আদেশ

ঢাকা, ১০ জুন : হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রখ্যাত চিত্রনায়ক সালমান শাহর (চৌধুরী মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইমন) লাশ কবর থেকে উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। লাশ উত্তোলনপূর্বক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি ও ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা গত ২৪ মে এই আদেশ দেন।

এর আগে গত ২০ মে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশের পরিদর্শক জিয়াউল মোর্শেদ এ আবেদন করেন।

বুধবার (১০ জুন) তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশের পরিদর্শক জিয়াউল মোর্শেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্রখ্যাত চিত্রনায়ক সালমান শাহর লাশ কবর থেকে উত্তোলনপূর্বক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি ও ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করার অনুমতির আবেদন করি। আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন। কিছু কার্যক্রম আছে, তা শেষ করে আমরা লাশ কবর থেকে উত্তোলন করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি ও ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করব।

আবেদনে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, মামলার বাদী মো. আলমগীর (৬৮) আদালত থেকে তথ্য প্রদানকারী নিলুফা জামান চৌধুরী নীলা চৌধুরীর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে জানান যে, ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাদীর বোন নিলুফা জামান চৌধুরী নীলা চৌধুরী, বাদীর ভগ্নিপতি মৃত কমর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী এবং তার ছোট ছেলে শাহরান শাহ্সহ নিউ ইস্কাটন রোডস্থ ইস্কাটন প্লাজা ১১/বি ঠিকানার বাসায় তার ভাগিনা চৌধুরী মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইমন সালমান শাহর সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন স্ত্রী সামীরা হক এবং কর্মচারী আবুল তাদেরকে জানান যে, সালমান শাহ ঘুমিয়ে আছেন। তখন তারা তাদের গ্রিনরোডের বাসায় চলে যাওয়ার পর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সালমান শাহর বাসা থেকে টেলিফোন করে জানানো হয়, সালমান শাহর যেন কী হয়েছে, তাড়াতাড়ি আসেন। তখন তারা দ্রুত নিউ ইস্কাটন রোডস্থ ইস্কাটন প্লাজা ১১/বি ঠিকানার

বাসায় এসে দেখেন যে, সালমান শাহ তার শয়নকক্ষে খাটের উপরে মরার মতো পড়ে আছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তারা সালমান শাহকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার ভিকটিমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার ভিকটিম সালমান শাহকে মৃত ঘোষণা করেন। অতঃপর মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.) এর মাজার প্রাঙ্গণ কবরস্থানে দাফন করা হয়। এ ঘটনায় ওই দিনই রমনা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়।

গত বছরের ২১ অক্টোবর রাজধানীর রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন সালমান শাহর মামা মোহাম্মদ আলমগীর। আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার আসামিরা হলেন- সালমান শাহর স্ত্রী সামীরা হক, শিল্পপতি ও সাবেক চলচ্চিত্র প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাই, লতিফা হক লুছি, খলনায়ক ডন, ডেবিট, জাভেদ, ফারুক, মে-ফেয়ার বিউটি সেন্টারের রুবি, আব্দুস সাত্তার, সাজু ও রেজভি আহমেদ ফরহাদ (১৭)।

এছাড়া মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও অনেককে আসামি করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সালমান শাহর মৃত্যুর পর রমনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়। তবে গত ২০ অক্টোবর ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক বাদী পক্ষের করা রিভিশন মঞ্জুর করে মামলাটি হত্যা মামলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২১ অক্টোবর সালমান শাহর মামা মোহাম্মদ আলমগীর রমনা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগে মোহাম্মদ আলমগীর উল্লেখ করেন, ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তার বোন নিলুফা জামান চৌধুরী (নীলা চৌধুরী), বোনের স্বামী কমর উদ্দীন আহমদ চৌধুরী এবং তাদের ছোট ছেলে শাহরান শাহ নিউ ইস্কাটনের বাসায় সালমান শাহর সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারেন যে সালমান ঘুমাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর প্রডাকশন ম্যানেজার সেলিম ফোন করে জানান, সালমানের কিছু হয়েছে।

তখন দ্রুত তারা বাসায় ফিরে দেখেন যে, সালমান শয়নকক্ষে নিথর পড়ে আছেন এবং কয়েকজন বহিরাগত নারী তার হাত-পায়ে তেল মালিশ করছেন। পাশের কক্ষে সামীরার আত্মীয় রুবি বসে ছিলেন।

সালমানের মা চিৎকার করে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার অনুরোধ করেন। পথে তারা সালমানের গলায় দড়ির দাগ এবং মুখমণ্ডল ও পায়ে নীলচে দাগ দেখতে পান।

তারা সালমান শাহকে প্রথমে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সালমান শাহ অনেক আগেই মারা গেছেন।

সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী

সরকার ও বিরোধীদলীয় এমপি সবার নির্বাচনি এলাকায় সমান উন্নয়ন হবে

ঢাকা, ১০ জুন : সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের (এমপি) নির্বাচনি এলাকার মতোই বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের এলাকাতেও সমান গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে বলে

জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বুধবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা না করে সব নির্বাচনি এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। সরকার দলীয় সদস্যরা যেভাবে নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন, একইভাবে বিরোধী দলের সদস্যদের এলাকাতেও সমানভাবে উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক খাত নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সুদের হার পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বাড়াতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি জানান, এ পর্যন্ত ৬০ হাজার পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরও ৪১ লাখ ২০ হাজার পরিবারকে এ সুবিধার আওতায় আনা হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু মোকাবিলায় সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাপমাত্রা সহনশীল রাখা এবং দূষণ কমানোর লক্ষ্যে আগামী পাঁচ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আসন্ন বর্ষা মৌসুমেই ৩ কোটি ১৪ লাখ গাছ রোপণ করা হবে।

তিনি আরও জানান, পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৯৫৬ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

৪৫১ পরিবারের হাতে যাকাতের অর্থ তুলে দিল আরডিএফ গ্লোবাল

সিলেট, ২৫ মে ২০২৬: তিন মাস ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অসহায় মানুষদের খুঁজে বের করেছেন তাঁরা। তারপর সরাসরি তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন যাকাতের অর্থ। রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আরডিএফ) গ্লোবালের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী

এই কর্মসূচিতে সিলেটের চা বাগান এলাকা এবং জগন্নাথপুর উপজেলায় মোট ৪৫১টি পরিবারের হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ মে সিলেটের বুরজান, কালাগুল, চোরাগাং ও খাদিম চা বাগান এলাকায় প্রথম পর্বের বিতরণ সম্পন্ন হয়। সেদিন ২৩১টি পরিবারের ১২৫ জন পুরুষ ও ১০৬ জন নারী সদস্য এই সহায়তা পান। পরদিন ২৫ মে জগন্নাথপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে দ্বিতীয় পর্বে আরও ২২০টি পরিবারের মধ্যে অর্থ বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে ছিলেন ১৩০ জন পুরুষ ও ৯০ জন নারী।

আরডিএফ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই কর্মসূচির পেছনে রয়েছে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের দুটি দলের তিন মাসের নিরলস পরিশ্রম। দলের সদস্যরা একে একে প্রতিটি পরিবারের দোরগোড়ায় গেছেন, তাদের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র নিজের চোখে দেখেছেন এবং সত্যিকারের অসহায়দের তালিকা তৈরি করেছেন। পণ্যের বদলে নগদ অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্তও সুচিন্তিত। কারণ প্রতিটি পরিবারের সংকট আলাদা ছ কেউ খাবারের কষ্টে, কেউ ওষুধের অভাবে, কেউ আবার ঋণের চাপে দিশেহারা। নগদ অর্থ তাদের নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয় এবং তাদের মর্যাদাকে সম্মান জানায়।

সিলেটের এই চা বাগান অঞ্চলের শ্রমিকদের দুর্দশা দীর্ঘদিনের। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে থাকা এই মানুষগুলোর দৈনিক মজুরি মাত্র ১৭৭ টাকা, অর্থাৎ ব্রিটিশ মুদ্রায় এক পাউন্ডেরও কম। এই সামান্য আয়ে একটি পরিবারের মুখে দুবেলা খাবার তুলে দেওয়াই কঠিন, অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো তো সুদূরপরাহত।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আরডিএফের চেয়ারম্যান তালহা চৌধুরী, কান্ট্রি ম্যানেজার আব্দুন নূর, আরডিএফ একাডেমির অধ্যক্ষ ও প্রজেক্ট অফিসার রাইয়ান আহমেদ এবং প্রজেক্ট অফিসার হানিফ আহমেদ ও মাসুম চৌধুরী। তাঁদের পাশে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আল আমিন, সুমন, সুজন, সামাদ, হেলাল, সুমান, জামিল, রাশেদ, মোস্তফা ও নুফায়েলসহ একদল স্বেচ্ছাসেবী।

মে মাসে সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫১

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ জুন ২০২৬: চলতি বছরের মে মাসে সিলেট বিভাগে ৪২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫১ জন নিহত এবং ৬৫ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২০ জনই মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী। এ ছাড়া ঈদযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ৯টি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আটজন। গত ৬ জুন শনিবার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট বিভাগীয় কমিটির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মে মাসে সিলেট জেলায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। জেলায় ১৭টি দুর্ঘটনায় ২১ জন নিহত ও ৪০ জন আহত হয়েছেন। সুনামগঞ্জে ১৩টি দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত ও ২০ জন আহত, হবিগঞ্জে ৭টি দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত ও ৩ জন আহত এবং মৌলভীবাজারে ৫টি দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত ও ২ জন আহত হয়েছেন।

নিহত ৫১ জনের মধ্যে ৩৯ জন পুরুষ, ৬ নারী ও ৬ শিশু রয়েছে। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানোদের মধ্যে ১৯টি দুর্ঘটনায় ২০ জন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী এবং ৬টি দুর্ঘটনায় ১১ জন সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও টমটমের চালক-আরোহী ছিলেন। এ ছাড়া ১৮ জন চালক এবং ৯ জন পথচারীও নিহত হয়েছেন।

LORD & SOLOMON
CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS

We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request

গ্রেপ্তার করা হয়েছে?
চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।

- 24 Hour Police Station Attendance
- Magistrates Court Representation
- Crown Court Trials

Emergency line: +44 7365535760
Email: general@lordandsolomon.com

LS Londonium Solicitors

আপনার যে কোনো আইনি
সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন
Mobile: 07438 163 373

PRACTICE AREAS:
- Immigration & Asylum
- Criminal Defence
- Family
- Children (Public & Private)
- Medical Negligence (No win no fee)
- Housing
- Personal Injury (No win no fee)
- Litigation
- Business & Employment
- Landlord & Tenant
- Mental Health

LEGAL AID SERVICES:
- Police Station Representation & Criminal Defence
- Family & Children Law
- Immigration & Asylum
- Mental Health
- Housing
- Welfare Benefits
- Debt

Emdadul Hussain Forhad
Legal Consultant at Londonium Solicitors
Barrister-at-Law of Lincoln's Inn (NP)
BPC, LLM - University of Law
LLM in Commercial Law - UWE Bristol
LLB(Hons) - BPP University

07438 163 373
020 7377 5055
forhad@londoniumsolicitors.co.uk
www.londoniumsolicitors.co.uk
Unit 1, 14-16 (Ground & First floor)
1, 13 Adler St, London E1 1EG

খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা গত ৭ জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের মাইলেন পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সহসভাপতি হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শায়খ ফয়েজ আহমদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ,যুক্তরাজ্যে সফররত বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন ও সংগঠনের বাহুবল উপজেলা শাখার সিনিয়র সহসভাপতি মাওলানা আব্দুল হাই বাহুবলী।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর শাখার সহসভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, আলহাজ্ব সৈয়দ রফিকুল হক,আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া,প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, নির্বাহী সদস্য আলহাজ্ব আহমদ আলী, মুহাম্মদ জাবির আহমদ, প্রমুখ।

ঈদ পুনর্মিলনী সভায় কুরআন তিলাওয়াত, কবিতা পাঠ, ঈদের স্মৃতিচারণ মূলক বক্তব্য, দোয়া ও মোনাজাত কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল।

সভা থেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আল্লামা গহরপুরী রহ. কে নিয়ে সংসদ সদস্য এম এ মালেকের বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায় এম এ মালেক কে অবিলম্বে তার কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রত্যাহার ও দেশবাসীর কাছে দ্রুত নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বনাথে প্রথম মেটারনিটি হাসপাতাল চালু ও নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মতবিনিময়

সিলেটের বিশ্বনাথে প্রথম মেটারনিটি হাসপাতাল চালু এবং একটি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ব লন্ডনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় সংস্থার কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় স্থানীয় বাঙালি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও মেটারনিটি হাসপাতালের ফাউন্ডার লাইফ মেম্বাররা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জানানো হয়, মেটারনিটি হাসপাতালের দুই তলা পর্যন্ত নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে আগামী জানুয়ারি মাসে হাসপাতালের প্রাথমিক কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি হাসপাতালের সঙ্গে একটি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুসলিম হেল্প ও মেটারনিটি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আব্দুছ ছোবহান। স্বাগত বক্তব্য দেন মুসলিম হেল্পের ট্রাস্টি ও কো-অর্ডিনেটর আখলাকুর রহমান পান্না।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডার লাইফ মেম্বার, জজ ও ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সেক্রেটারি ও ফাউন্ডার লাইফ মেম্বার গুলজার খান, সাংবাদিক রহমত আলী এবং ফাউন্ডার লাইফ মেম্বার ও অনুপম সম্পাদক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ রুহানি, সৈয়দ রফিকুল হক, তাজ উদ্দিন, আবুল কাশেম, আশরাফুল হুদা বাবুল, সালেহ আহমেদ, মুহাম্মদ আলী, জান্নাতুল ইসলাম বাবুল, হুসাইন আহমেদ, আব্দুল আহাদ, সাংবাদিক ওলিউর রহমান, মাসুম আহমেদ চৌধুরী, ফজলে আহমেদ চৌধুরী, মাশুক মিয়া প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন টিভি উপস্থাপক মাওলানা সাঈদ আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জজ ও ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসাইন বলেন, মেটারনিটি হাসপাতালের পাশাপাশি একটি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা গেলে বিশ্বনাথসহ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মেয়েরা দক্ষতা অর্জন করে পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। তিনি প্রতিটি পৌরসভায় অন্তত একটি করে নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন।

সাংবাদিক রহমত আলী মুসলিম হেল্পের কার্যক্রমের প্রশংসা করে নতুন এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। একই সঙ্গে হাসপাতাল ও নার্সিং প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুপম সম্পাদক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, নার্সিং পেশা একটি সম্মানজনক ও মানবসেবামূলক পেশা। এই পেশায় যুক্ত হয়ে নারীরা নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সেক্রেটারি ও সংস্থার ফাউন্ডার লাইফ মেম্বার গুলজার আহমদ হাসপাতাল ও নার্সিং প্রকল্প বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে আব্দুছ ছোবহান জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যে মেটারনিটি হাসপাতালের প্রাথমিক কার্যক্রম চালু করা হবে। দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন করে অসহায় মা-বোনদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কমিউনিটির দানশীল ব্যক্তি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

18 Tapestry Way, London E1 2FJ
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

টাওয়ার হ্যামলেটসে নতুন স্পিকার, ক্যাবিনেট ও কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-এ নতুন স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সভাটি বুধবার ২০ মে হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বেথনাল গ্রিন ওয়েস্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুস্তাক আহমেদ স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ল্যান্সবারি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন। স্পিকার হিসেবে তিনি বারার প্রথম নাগরিক (ফার্স্ট সিটিজেন) হিসেবে বিভিন্ন নাগরিক ও আনুষ্ঠানিক আয়োজনে প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং বারার একজন দূত হিসেবে কাজ করবেন। তিনি কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের স্বাগত জানাবেন।

নির্বাচনের পর এক প্রতিক্রিয়ায় স্পিকার বলেন, “এটি আমার জন্য গভীর সম্মান, বিনয় এবং বড় দায়িত্বের মুহূর্ত। টাওয়ার হ্যামলেটসের জনগণের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, যাদের আস্থা আমার জনসেবার আকাঙ্খাকে সম্ভব করে তোলে এবং যা একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির জন্য সর্বোচ্চ সম্মান।” তিনি আরও বলেন, “আমার জীবনের শুরুটা ছিল সাধারণ কাজ, দীর্ঘ পরিশ্রম এবং দৃঢ়- মনোবলের মাধ্যমে গড়ে ওঠা। রেস্টুরেন্টে কাজ থেকে শুরু করে ব্যবসা এবং পরবর্তীতে পরিবার লালন-পালনের পাশাপাশি শিক্ষায় ফিরে আসা এসব অভিজ্ঞতা আমাকে কাজের মর্যাদা, সুযোগের গুরুত্ব এবং সাধারণ মানুষের ত্যাগ সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।” তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসকে আধুনিক ব্রিটেনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “এটি বৈচিত্র্যময়, দৃঢ়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং কমিউনিটি-কেন্দ্রিক একটি বারা।” তিনি জানান, পরবর্তী কাউন্সিল সভায় তাঁর নির্বাচিত দাতব্য সংস্থাগুলোর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে।

গত ৭ মে ২০২৬ অনুষ্ঠিত স্থানীয় নির্বাচনের পর নতুন প্রশাসনের ক্যাবিনেট পোর্টফোলিও ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নামও এই এজিএম-এ চূড়ান্ত করা হয়। কাউন্সিলর মাইউম তালুকদার বিধিবদ্ধ (স্ট্যাটুটরি) ডেপুটি মেয়র হিসেবে বৈষম্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবেলা, গ্রাহক সেবা উন্নয়ন এবং স্বেচ্ছাসেবী খাত সম্পৃক্ততা বিষয়ক পোর্টফোলিও (ক্যাবিনেট মেম্বার ফর ট্যাকলিং ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য কস্ট অব লিভিং, ইমপ্রুভিং কাস্টমার সার্ভিসেস, অ্যান্ড ভলান্টারি সেক্টর এনগেজমেন্ট) পরিচালনা করবেন। ক্যাবিনেট মেম্বার ফর হোমবিলডিং অ্যান্ড এনহ্যান্সিং কাউন্সিল হোমস অ্যান্ড নেবারহুডস (গৃহনির্মাণ ও কাউন্সিল আবাসন এবং আশপাশের এলাকার উন্নয়ন) হিসেবে কাউন্সিলর সাইদ আহমেদ, ক্যাবিনেট মেম্বার ফর ফাইন্যান্স, অ্যাসেটস অ্যান্ড গভর্নেন্স (অর্থ, সম্পদ ও প্রশাসন) হিসেবে কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী, ক্যাবিনেট মেম্বার ফর সেফ কমিউনিটিজ অ্যান্ড কমিউনিটি কোহেশন (নিরাপদ সম্প্রদায় ও সামাজিক সংহতি বিষয়ক) হিসেবে কাউন্সিলর কবির আহমেদ এবং ক্যাবিনেট মেম্বার ফর এ ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন বারা (পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বারা) হিসেবে কাউন্সিলর শফি আহমেদ দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়া, ক্যাবিনেট মেম্বার ফর হেলদি, কেয়ারিং অ্যান্ড ইনক্লুসিভ কমিউনিটিজ সুস্বাস্থ্য, সেবা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ) হিসেবে কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার, ক্যাবিনেট মেম্বার ফর লেজার, কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজম (অবকাশ, সংস্কৃতি ও পর্যটন) হিসেবে কাউন্সিলর মিনারা খাতুন, এবং ক্যাবিনেট মেম্বার ফর জবস, এন্টারপ্রাইজ, স্কিলস অ্যান্ড গ্রোথ (কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, দক্ষতা ও প্রবৃদ্ধি) হিসেবে কাউন্সিলর সোনালি মিয়া এবং ক্যাবিনেট মেম্বার ফর চিলড্রেন, ইয়াং পিপল অ্যান্ড লাইফ চান্সেস (শিশু, তরুণ ও জীবনমান উন্নয়ন) হিসেবে কাউন্সিলর ফয়সাল আহমেদ দায়িত্ব পালন করবেন।

একই সঙ্গে কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোর চেয়ারদের নামও নিশ্চিত করা হয়েছে। ওভারভিউ অ্যান্ড স্ক্রুটিনি কমিটির (সার্বিক পর্যালোচনা ও যাচাই কমিটি) চেয়ার হয়েছেন কাউন্সিলর হালিমা ইসলাম, ডেভেলপমেন্ট (উন্নয়ন) কমিটির চেয়ার কাউন্সিলর আবদুল ওয়াহিদ এবং স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট (কৌশলগত উন্নয়ন) কমিটির চেয়ার হয়েছেন কাউন্সিলর আমিন রহমান। জেনারেল পারপোসেস (সাধারণ উদ্দেশ্য) কমিটির চেয়ার হিসেবে রয়েছেন কাউন্সিলর কামরুল হোসেন, পেনশনস কমিটির চেয়ার কাউন্সিলর সুলুক আহমেদ এবং লাইসেন্সিং কমিটি ও লাইসেন্সিং রেগুলেটরি (লাইসেন্সিং কমিটি ও লাইসেন্সিং নিয়ন্ত্রণ) কমিটির চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কাউন্সিলর পিটার গোলডস। হিউম্যান রিসোর্সেস (মানবসম্পদ) কমিটির চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কাউন্সিলর হারুন মিয়া। কাউন্সিলের এজিএমের পূর্ণাঙ্গ এজেন্ডা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কার্ডিফে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করেছে মুসলিম কমিউনিটি। গত ২৭ মে সকাল থেকে কয়েক হাজার মুসল্লির অংশগ্রহণে শহরের বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের প্রধান জামাত।

কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টারে সকাল ৮টায় প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মসজিদের খতিব মাওলানা শাহ হালিম উদ্দিন নূরী। দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করেন হাফিজ মাওলানা তৌহিদুল হক।

একই সময়ে কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল মোক্তাদির এবং দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করেন হাফিজ জালাল উদ্দিন। এদিকে লানেড্রিন কমিউনিটি সেন্টারে ঈদের জামাতে ইমামতি করেন হাফিজ খায়রুল আলম। খুতবা পূর্ব আলোচনায় ইমামগণ বলেন, ঈদুল আজহা আত্মত্যাগের মহিমায় ভাস্বর একটি ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের চেতনা জাগ্রত করাই এই ঈদের মূল শিক্ষা।

ঈদের দিন কার্ডিফের প্রতিটি মসজিদ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন। প্রবাসের পরিবেশে এ যেন এক অপূর্ব মিলনমেলা।

কার্ডিফ শাহজালাল মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের ট্রাস্টি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আতাউর রহমান মধু, সেক্রেটারি কাওসার হোসেন, ট্রেজারার রকিবুর রহমান, কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদের আলহাজ লিলু মিয়া ও সেক্রেটারি মহিবুল ইসলাম মায়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত মুসল্লিরা বিশ্বের সকল মুসলমানকে ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা জানান।

তাঁরা বলেন, ঈদুল আজহার আত্মত্যাগের শিক্ষা সকলের জীবনে ছড়িয়ে পড়ুক, বিশ্ব হোক শান্তিময়। মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠুক এক সুন্দর ও মানবিক পৃথিবী। পরে প্রতিটি ঈদের জামাতে বিশেষ মোনাজাতে মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়।

ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মুসল্লিদের জন্য বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এবং শিশুদের জন্য বিনোদনের আয়োজন রাখা হয়। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের মাঝেও ঈদকে ঘিরে প্রতিটি ঘরে ঘরে ছিল নানা পদের ঐতিহ্যবাহী খাবারের আয়োজন-পিঠা, সেমাই, মিষ্টি, সন্দেশ, লাচ্ছি ও বিরিয়ানি।

এদিকে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের সকল মুসলমানকে শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক জানিয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে'র কেন্দ্রীয় কনভেনর, ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর। তিনি এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও ভ্রাতৃত্ববোধ কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

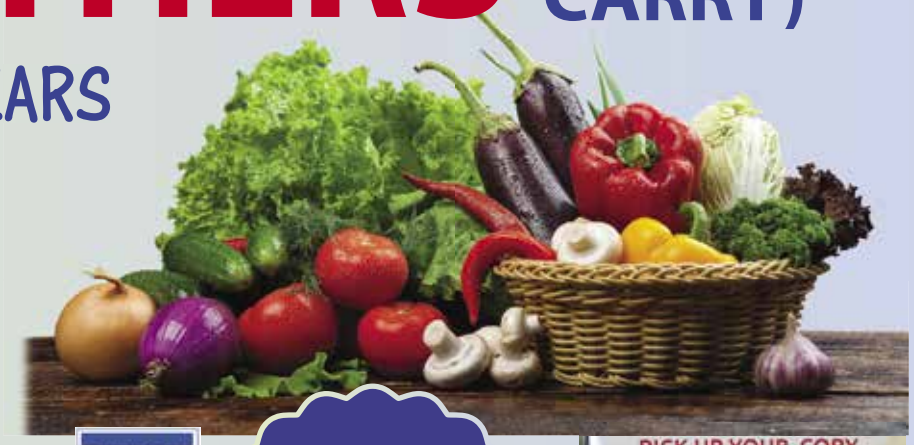

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmad Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

রামিসার হত্যাকারি স্বামী-স্ত্রীর ফাঁসির রায়

ইতিহাসের দ্রুততম বিচার

রাজধানীর পল্লবীতে শিশু রামিসা আক্তার ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ইতিহাসের দ্রুততম রায়ের মধ্য দিয়ে দেখা গেল, সদিচ্ছা থাকলে মাত্র পাঁচ কর্মদিবসেও বিচারকার্য সম্পন্ন করা যায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তৎপর হলে স্বল্প সময়ে আসামি গ্রেপ্তার অসম্ভব নয়।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যার কোনো বিকল্প নেই। এদিক থেকে রামিসা হত্যা মামলার বিচারপ্রক্রিয়া আমাদের সামনে অনন্য দৃষ্টান্ত।

প্রধান আসামি সোহেল রানা ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক বলেন, 'শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের এই মামলাটি শুধু একটি ফৌজদারি বিচারিক কার্যক্রম নয়, এটি আমাদের সমাজের বিবেক, মানবতা, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ও আইনের শাসনের প্রতি এক গভীর ও কঠিন পরীক্ষা।

একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন নির্মমভাবে নিভিয়ে দেওয়ার অভিযোগে দায়ের করা এই মামলার প্রতিটি পৃষ্ঠা বেদনা, ক্ষোভ, উদ্বেগ এবং ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ। শিশুদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি সভ্য ও মানবিক রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।'

শিশু রামিসার ওপর নৃশংসতা আমাদের বাকরুদ্ধ করেছিল। মাত্র সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে।

পাশের ফ্ল্যাটেই পাশবিক নির্মমতার শিকার হয়। সেই ঘটনা ১৯ মের। ঘটনার পরপরই প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে গোটা দেশ। খোদ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তৎপর হন। ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রধান আসামি সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিন দিনের মধ্যে ডিএনএ ও ফরেনসিক রিপোর্ট হস্তান্তর করা হয়। মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় চার্জশিট দেওয়া হয়। এরপর মাত্র পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে গত রবিবার দুই আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন আদালত। সব মিলিয়ে ঘটনার ১৯ দিনের মাথায় এই রায়কে বিচারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন ইতিহাসের দ্রুততম রায়। অবুঝ রামিসার ওপর নৃশংস ঘটনা সমাজে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, মৃত্যুদণ্ডের রায় কিছুটা হলেও সেই ক্ষত প্রশমিত করেছে। জনমনে স্বস্তি এনেছে। রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন রামিসার বাবা। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'আমার মনের যে প্রত্যাশা, যে আকাঙ্ক্ষা, এই রায়ে সেটা আমি পেয়েছি। ইনশাআল্লাহ, আমি শতভাগ আশাবাদী, রায় দ্রুত কার্যকর হবে।'

আমাদের বিচারপ্রক্রিয়ার সবচেয়ে হতাশার দিক হলো দীর্ঘসূত্রতা, যাকে বলা যায় বিচারের নামে প্রহসন। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, রায়ে সাজা হলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। বছরের বছর ঝুলে আছে। এমনকি অনেক আলোচিত ঘটনার ক্ষেত্রেও রায় অকার্যকর রয়ে গেছে। তথ্য বলছে, গত ১০ বছরে দেশে ছয় হাজারের বেশি শিশু ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। তিন শতাধিক শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের পরিবার এখনো বিচার পায়নি।

কালের কণ্ঠ গতকাল জানিয়েছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলা দ্রুত নিষপত্তি জন্য প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী হাইকোর্টে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করবেন। আগামী সপ্তাহেই এই বেঞ্চে বিচারকাজ শুরু হবে, যা অত্যন্ত অপরিহার্য ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

আমরা মনে করি, বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের সমাজে যে অনাস্থা রয়েছে, তা দূর করতে অবশ্যই রায় দ্রুত কার্যকর করতে হবে। শিশু রামিসা হত্যা মামলার রায় অবিলম্বে কার্যকরসহ সব শিশু নিপীড়কের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক–এটাই কাম্য।

ভারতের 'পুশইন' চেষ্টা আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন

একেএম শামসুদ্দিন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বাঙালি মুসলিম নাগরিকদের জোরপূর্বক সীমান্ত পার (পুশইন) করে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডও (বিজিবি) সতর্কব্যবস্থা হিসাবে সীমান্ত পাহারা জোরদার করেছে।

এ লেখা যেদিন লেখছি, তার ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে বিজিবি এমন অন্তত ১০টি পুশইন বা অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টা ঠেকিয়েছে। এ নিয়ে বর্তমানে সীমান্তের সর্বত্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ভারতের এ 'পুশইন' বা বলপূর্বক পুশব্যাক আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য করা হয়। আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে 'পুশইন' একটি স্পর্শকাতর ও অমানবিক বিষয়। মানবাধিকার সংস্থা এবং জাতিসংঘও এ ধরনের পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক প্রটোকল ও দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার চরম লঙ্ঘন বলে চিহ্নিত করেছে। কেউ যদি অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পেরিয়েও আসে, সেই অবৈধ অভিবাসীকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া এবং বন্দুকের মুখে জোর করে অন্য রাষ্ট্রে ফেরত পাঠানো যায় না। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কোনো ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রম করতে কেউ যদি বাধ্য করে, তাহলে আন্তর্জাতিক আইনের যে তিনটি মূলনীতি আছে, সেই মূলনীতিগুলোও লঙ্ঘিত হয়। এ মূলনীতিগুলো হলো, 'বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের নিষেধাজ্ঞা', 'যৌথ বহিষ্কারের নিষেধাজ্ঞা' এবং 'আইনি সুরক্ষার অধিকার'। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, শরণার্থী আইন এবং আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনও এ ধরনের পদক্ষেপকে অনুমোদন করে না। ভারত আন্তর্জাতিক এসব আইন এবং নীতিমালা তোয়াক্কা না করেই পুশইনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারত অবশ্য এসব পদক্ষেপকে অবৈধ অভিবাসীদের প্রত্যাবাসন বা সীমান্ত ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই এমন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে বলে নিজেদের ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে বাংলাদেশে মনে করা হয়, এসব ঘটনার পেছনে কেবল প্রশাসনিক বা নিরাপত্তাগত বিবেচনা নয়, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল ও নির্বাচনি বাস্তবতার আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ভারতের রাজনীতিতে অবৈধ অভিবাসন প্রশ্নটি নতুন কোনো বিষয় নয়। কয়েক দশক ধরে বিশেষ করে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সীমান্তবর্তী রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে, অবৈধ অভিবাসন শুধু অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গেও জড়িত। ফলে এ ইস্যুটি দলটির রাজনৈতিক বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে।

বিজেপির রাজনৈতিক লাভের ক্ষেত্রটি হলো ভোটব্যাংক রাজনীতি। অভিবাসনবিরোধী অবস্থান ভারতের একটি অংশের ভোটারদের কাছে জনপ্রিয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোয় অনেক ভোটার মনে করেন, অবৈধ অভিবাসন স্থানীয় কর্মসংস্থান, ভূমি, সামাজিক সেবা এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যখন সরকার কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে বা কথিত অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেয়, তখন সেই ভোটারগোষ্ঠীর কাছে এটি একটি ইতিবাচক বার্তা হিসাবে পৌঁছায়। ফলে পুশইন বা অনুরূপ পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবে সরকারকে দৃঢ় ও কার্যকর হিসাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। বিজেপি দীর্ঘদিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন প্রশ্নে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরেছে। এনআরসি নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তার কেন্দ্রে ছিল নাগরিকত্ব ও অনুপ্রবেশের প্রশ্ন। এ প্রেক্ষাপটে কথিত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি বিজেপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ধারার একটি অংশ। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর আঞ্চলিক রাজনীতিতেও এর প্রভাব রয়েছে। আসামসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ বহু পুরোনো। বিজেপি এসব উদ্বেগকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ফলে অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অবস্থান দলটির জন্য শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয়, আঞ্চলিক পর্যায়েও রাজনৈতিকভাবে লাভজনক।

আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনে বলা আছে, কোনো রাষ্ট্র এমন কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোনো দেশে বা অঞ্চলে জোর করে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যেখানে তার বিপদে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে; যেমন- 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি' (আইসিসিপিআর)-এর ধারা ২২ অনুযায়ী, যে কোনো বহিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য যাচাই করে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। ভারতের পুশইন নীতিতে গণহারে ব্যক্তিদের দলবদ্ধভাবে সীমান্ত ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা বেআইনি। এছাড়া আন্তর্জাতিক রাইট টু ডিউ প্রসেস অনুযায়ী, যে কোনো ব্যক্তিকে অন্য দেশে ফেরত পাঠানোর আগে আইনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে পুশইন করা হলে তা একজন নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার পরিপন্থি কাজ হবে। যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশি না হন অথবা তার নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে তাকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, ওই ব্যক্তি সীমান্তের দুপাশেই পরিচয়হীন অবস্থায় পড়ে যেতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত সরকার একাধিকবার এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করে নিজ দেশেই সমালোচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি হলো, যে কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান দেওয়া। কোনো রাষ্ট্র যদি একতরফাভাবে মানুষকে অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে ঠেলে দেয়, তাহলে তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়। জাতিসংঘ সনদের মূল চেতনা অনুযায়ী, প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূখণ্ড ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। ফলে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিদের সীমান্ত পার করিয়ে দিলে তা যেমন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে, পাশাপাশি কূটনৈতিক সংকটও তৈরি করে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ আন্তর্জাতিক স্থলসীমান্ত হিসাবে বিবেচিত। এ সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত বৈধ ও অবৈধ উভয় ধরনের যাতায়াতের ঘটনা ঘটে। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, চোরাচালান, মানব পাচার অবৈধ অভিবাসন এবং সীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে কোনো ব্যক্তি যদি অবৈধভাবে ভারতে অবস্থান করেন বলেও সন্দেহ করা হয়, তাহলেও তার প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করাই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পন্থা। কিন্তু ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেতারা বরাবরই বলে থাকেন, তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে নিজেদের সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করছেন। তারা আরও বলেন, আন্তর্জাতিক আইন তাদের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নের অধিকার দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের এ দাবি সঠিক মনে হলেও এ অধিকার সীমাহীন নয়। সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, মানবিক নীতি এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সম্মান দেখাতে হয়। অর্থাৎ অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলার বৈধ অধিকার থাকলেও তা প্রয়োগের পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত কি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখার সেই সৌজন্যটুকুও প্রদর্শন করছে?

ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এ দুই দেশের নিরাপত্তা সহযোগিতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ বাণিজ্য ইত্যাদি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে চলে আসছে। এমনিতেই বিগত কয়েক বছর ধরে এ দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। এর মধ্যে পুশইনের মতো ঘটনা এ সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটাবে সন্দেহ নেই। এর কিছু কিছু লক্ষণ ইতোমধ্যে ফুটে উঠেছে। জনমতের বিষয়টিও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের জনগণ, সীমান্তে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাগুলোকে জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেখবে-এটাই স্বাভাবিক। ফলে পুশইন নিয়ে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারকে কোণঠাসা করার জন্য পুশইনের ঘটনাকে পুঁজি করতে পারে। এর ফলে বিষয়টি শুধু কূটনৈতিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না থেকে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির অংশে পরিণত হতে পারে। ভারত যদি অন্যায়ভাবে কিছু চাপিয়েও দেয়, রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে গিয়ে সব রাজনৈতিক দলকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা উচিত। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি ভারতের বিষয়ে বাংলাদেশে জনগণের মনোভাব বুঝতে ভুল করে, তাহলে তাদেরই বেশি ক্ষতি হবে।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কলাম লেখক।

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের ঈদ পুনর্মিলনী ও নৈশভোজে সম্প্রীতির বার্তা

মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএ) এর উদ্যোগে গত ৩ জুন বুধবার বার্ষিক ঈদ পুনর্মিলনী ও নৈশভোজ লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে লন্ডনের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এমসিএ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ ঈদুল আজহার

শিক্ষা এবং হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ত্যাগের আদর্শ তুলে ধরে সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও সম্প্রীতি জোরদারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঈদের প্রকৃত শিক্ষা হলো মানুষের পাশে দাঁড়ানো, প্রবীণদের সম্মান করা, তরুণদের উৎসাহিত করা এবং সমাজে ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

এমসিএ'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক হাসান কাউসার আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক নূরুল মতিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান, হ্যাকনির এক্সিকিউটিভ মেয়র জো গারবেট, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সাবেক মহাসচিব ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী এমবিই ডিএল, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর ব্যারিস্টার মুশতাক আহমেদ, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের উপ-মহাসচিব মাসউদ আহমেদ, সিটিজেন্স ইউকের টেলকো'র লিড অর্গানাইজার ইমানুয়েল গোটোরা, টুগেদার অ্যালায়েন্সের চেয়ারম্যান কেভিন কোর্টনি।

বক্তারা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমাজের শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটস ও হ্যাকনির মেয়র, ডেপুটি মেয়র, কাউন্সিলর, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিরা এমসিএ'র স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সফল আয়োজনের প্রশংসা করেন। এমসিএ নেতৃবৃন্দ জানান, সংগঠনটি ভবিষ্যতেও আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়ন, সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং কমিউনিটি উন্নয়নে কাজ করে যাবে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আব্দুল হাসিব ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্বোধন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে নতুন সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠন আব্দুল হাসিব ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সম্প্রতি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে সংগঠনের চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সাধারণ সম্পাদক মো. আতিকুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যে চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে মানবসেবা, শিক্ষা বিস্তার, সমাজকল্যাণ এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এ সময় সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আব্দুল মুমিত বাবলু ট্রাস্টের কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সৈয়দ আমিনুর রশিদ, এনামুল হক, আব্দুল মালিক শরীফ, শফিকুর রহমান শাহজাহান, মাওলানা শামসুল ইসলাম ইমরান, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, রুহুল ইসলাম সুহেল, সৈয়দ মাহমুদুর রশিদ মাসুম, সৈয়দ আহমেদুর রশিদ সাহেল, সৈয়দা ফারহানা রশিদ, মিসবা বেগম, লায়লা বেগম, হোসাইন আহমদ ও আকবর রশিদ জাহেদ। বক্তারা সংগঠনের সফলতা কামনা করে সমাজের কল্যাণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মিসেস জয়তুন নেছা খানম ও মিসেস আনোয়ারা বেগমকে সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ট্রাস্টি এনামুল হক ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকেও বিশেষ সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

পরে সংগঠনের সকল ট্রাস্টির হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আব্দুল হাসিব ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের মানবিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং সংগঠনটির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬: উৎসবমুখর পরিবেশে লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬ সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩১ মে রোববার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় লন্ডনসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সদস্যরা অংশ নেন । লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের

প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মিলন মেলায় পরিনত হয়। প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে এই প্রতিযোগিতায় দাবা, ক্যারম ও লুডু খেলায় বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ক্যারাম খেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক অংশগ্রহণকারী থাকলেও দাবা এবং লুডু খেলাতেও অংশগ্রহণকারী চোখে পড়ার মতো ছিলো। দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । কে হতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন বা কার হাতে উঠছে এবারের ট্রফি। তুমুল প্রতিযোগিতায় দাবায় চ্যাম্পিয়ন হন শামীম আহমদ এবং রানার্সআপ হন আসাদ্দুজ্জামান মুকুল । তাছাড়া ক্যারম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন মাহবুবুর রহমান ও রানার্স আপ হন সামসুল ইসলাম । লুডু প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন বুলবুল হাসান ও রানার্স আপ হন বাহার উদ্দিন।

টুর্নামেন্ট শেষে বিকালে বিজয়ীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রেস ক্লাব সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হুসাইনের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী পর্বে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক আবু মুসা হাসান। সাংবাদিক আবু মুসা হাসানসহ ব্রিটিশ বাংলা চেস এসোসিয়েশন সফলভাবে দাবা টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করতে সহযোগিতার জন্য ক্লাবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণীর শুরুতেই টুর্নামেন্টের সাব কমিটির সকল সদস্যকে মেডেল পরিয়ে দেওয়া হয় । এবারের সাব কমিটিতে ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি তাইসির মাহমুদ, সহ সভাপতি আহাদ চৌধুরী বাবু, নির্বাহী সদস্য সাহিদুর রহমান সোহেল এবং এনাম চৌধুরী । ইভেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন প্রতিযোগিতার সমন্বয় করে সাব কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। একই সাথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান । ক্লাবের নির্বাহী সদস্য সাহিদুর রহমান সুহেলের ক্রীড়া পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। খেলার নিয়ম তৈরী করা থেকে শুরু করে খুব নিপুণভাবে তদারকি করেছেন।

প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারের টুর্নামেন্ট সফলভাবে শেষ করায় সকলকে আন্তরিক ধন?্যবাদ জানান। তিনি ভবিষ?্যতে টর্নামেন্ট আরো সমৃদ্ধ করতে সদস?্যদের পরামর্শ ও সহযোগিতা চান। প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি আকরামুল হুসাইন বলেন, জয় পরাজয় মূখ্য নয়, অংশগ্রহণ করাটাই বড় বিষয়। আগামীতে ক্রিকেট এবং ক্লাবের অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবল টুর্নামেন্ট সফল করে তুলতেও সকলের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ থাকবে এমনটা প্রত্যাশা করেন তিনি। ইসি কমিটির মধ্য থেকে আরো উপস্থিত থেকে অংশ গ্রহণকারীদের মেডেল তুলে দেন

ট্রেজারার আব্দুল হান্নান, এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেবজারার এখলাছুর রহমান পাক্কু, ১ম নির্বাহী সদস্য সারোয়ার হোসেন ও নির্বাহী সদস্য লোকমান কাজী। এ সময় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাসনসহ অনেক সিনিয়র সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারি সকল টিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান এবং ট্রফি ও মেডেল তুলে দেন।

কাউন্সিল অব মস্ক-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী হেলথ ফেয়ার

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করলেন দুই শতাধিক মানুষ

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : কাউন্সিল মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটস-এর উদ্যোগে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে দিনব্যাপী হেলথ ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ২১ মে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এ হেলথ ফেয়ারে ১৪টি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে এবং দুই শতাধিক মানুষ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেন । এই হেলথ ফেয়ারের সহযোগিতায় ছিলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও ইস্ট লন্ডন মস্ক।

সারাদিন অত্যন্ত আন্তরিক ও কমিউনিটি-বান্ধব পরিবেশে মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডায়াবেটিস চেক-আপ, ধূমপান ত্যাগে পরামর্শ, টকিং থেরাপী গ্রহণ করেন । এটি ছিলো সেবা গ্রহণের এক চমৎকার সুযোগ।

হেলথ ফেয়ার সফলভাবে সম্পন্ন করায় সকল অংশীদার, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবক এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কাউন্সিল মস্ক এর চেয়ারম্যান হাফিজ মাওলানা শামসুল হক।

দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়নের দাবিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দক্ষিণ ছাতক উপজেলা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে যুক্তরাজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়ন পরিষদ ইউকে'র উদ্যোগে গত বুধবার লন্ডনের একটি স্থানীয় হলে এ সভার আয়োজন করা হয়। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত দক্ষিণ ছাতকবাসীসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জামাল উদ্দিন মকদ্দুস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ছানাওর আলী কয়েছ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুফতি আব্দুল ওদুদ।

সভায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মনচব আলী জে.পি, আলাউদ্দিন আহমদ মুক্তা, সৈয়দ এনামূল হক, আলহাজ ইছহাক আলী, নূরুল ইসলাম এমবিই এবং মিয়া মোহাম্মদ হেলাল। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন আব্দুল মালিক কুটি, সারওয়ার হোসেইন সুজন, ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান সুমন, আনোয়ার হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, সবুজ মিয়া, হাজী ইসলামিয়া এবং তাহের উদ্দিন আজিজ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মাশুক মিয়া, আব্দুল বাছিত শেলু, মোঃ ছানাওর আলী, শানুর আলী, আনছার আলী, আলাছ উদ্দিন, আল মোহাম্মদ নূর, খালিছ মিয়া সাচ্চু, আকমল হোসেন, ফারুক মিয়া (হামদু), নূরুল হক, দিলবর আলী, তফাজ্জুল আলী, ছালেক মিয়া এবং মৌলনা আবু ছাদেক। এছাড়া সভায় আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, দক্ষিণ ছাতক উপজেলা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত একটি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। দক্ষিণ ছাতকবাসীর প্রধান ও ন্যায্য দাবি হলো একটি পৃথক উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা, যা প্রশাসনিক সুবিধা ও উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

তাঁরা আরও বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় প্রথমে উপজেলা প্রতিষ্ঠার নীতিগত ও সরকারি অনুমোদন অর্জন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হিসেবে উপজেলা সদর কোথায় হবে তা জনস্বার্থ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভৌগলিক অবস্থান এবং সরকারি নীতিমালার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত। সভায় বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, "উপজেলা আগে, সদর পরে"-এই বাস্তবধর্মী কৌশলই দক্ষিণ ছাতক আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও দূরদর্শী পথ হতে পারে।

দক্ষিণ ছাতক উপজেলা পরিষদ পরিষদ ইউকের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোঃ ছানাওর আলী কয়েছ মাননীয় সাংসদ কলিমউদ্দিন আহমেদ মিলন সাহেবকে সংসদে "দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়নের দাবি" উত্থাপনের জন্য দেশে বিদেশে দক্ষিণ ছাতক বাসীর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভা শেষে দক্ষিণ ছাতক উপজেলা বাস্তবায়ন আন্দোলনকে আরও সুসংগঠিত ও বেগবান করার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'ক্যামডেন পিঠা মেলা' সম্পন্ন

লন্ডনে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বেঙ্গলি আর্টস অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে 'ক্যামডেন বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ক্যামডেন পিঠা মেলা ২০২৬'। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই মেলা ৩১ জুন রোববার হার্ভাট স্ট্রিটে থ্যানেট হলে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী আয়োজনে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে পুরো এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে মেলা। মেলায় ঐতিহ্যবাহী পিঠা, সন্দেশসহ দেশীয় নানা খাবারের স্টল দর্শনার্থীদের প্রধান আকর্ষণ ছিল। পাশাপাশি কাপড় ও বিভিন্ন পণ্যের স্টলেও ছিল ভিড়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যামডেনের মেয়র কাউন্সিলর প্যাট্রিসিয়া লেম্যান, কাউন্সিলর কেমি অ্যাটোলাগবে, অনুপম নিউজ সম্পাদক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী এবং টেলিভিশন উপস্থাপক হেনা বেগম। তারা প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ধরে রাখার এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

সাংস্কৃতিক পর্বে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল ফেস পেইন্টিং ও হেনা পেইন্টিংয়ের আয়োজন। পরে অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাফেল ড্র।

আয়োজক হুমায়ূন কবির, আহবাব হোসেন ও বশির আহমদ জানান, প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং কমিউনিটির মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ানোই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। তারা আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে আরও বড় পরিসরে ক্যামডেন পিঠা মেলার আয়োজন করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কাউন্সিলর ব্যারিস্টার মুশতাক আহমদ টাওয়ার হ্যামলেটসের নতুন স্পিকার

দেশ ডেস্ক, ২১ মে ২০২৬ : টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন বেথনাল গ্রীন ওয়েস্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুশতাক আহমদ। এর আগে তিনি কাউন্সিলের জবস, এন্টারপ্রাইজ, স্কিলস এন্ড গ্রোথ এর কেবিনেট মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সময় ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ল্যান্সবারি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সাবেক কেবিনেট মেম্বার ইকবাল হোসেন।

গত ২০ মে বুধবার সন্ধ্যায় কাউন্সিল চেম্বারে অনুষ্ঠিত নতুন কাউন্সিলের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭ মে অনুষ্ঠিত মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনে নির্বাহী মেয়র পদে লুৎফুর রহমান চতুর্থবার এবং ৪৫ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

বিদায়ী স্পিকার, কাউন্সিলর সুলুক আহমদ ২০২৬-২৭ পৌর বছরের জন্য কাউন্সিলের নতুন স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

সভায় নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান নির্বাচিত সকল কাউন্সিলর এবং স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ও ফার্স্ট সিটিজেন হিসেবে কাউন্সিলর মুশতাক আহমেদ এবং ডেপুটি স্পিকার হিসেবে কাউন্সিলর ইকবাল হোসেইন নির্বাচিত হওয়ায় তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন। একইসঙ্গে নতুন ক্যাবিনেটের সকল সদস্যকেও স্বাগত জানাই।"

মেয়র আরও বলেন, "আমাদের এই নেতৃত্বদানকারী টিম টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের সেবায় নিরলসভাবে কাজ করবে এবং এই বারাকে সকলের জন্য আরও উন্নত করতে আমরা সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

নবনির্বাচিত স্পিকার ব্যারিস্টার মুশতাক আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সকল সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি তাঁর চ্যারিটি হিসেবে যে দু'টি সংগঠনকে সহায়তা করবেন, তার একটি হচ্ছে 'মারি সেলেক্টে সামারিটান সোসাইটি অব দ্য রয়্যাল লন্ডন হাসপাতাল'। এটি রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালের রোগী ও তাদের পরিবারের জন্য সরাসরি সাহায্য এবং আবাসন সহায়তা প্রদান করে, যার মধ্যে হাসপাতালের সাথে সম্পর্কিত দুর্বল ও গৃহহীন রোগীরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অপর সংগঠনটি হচ্ছে ভ্যালান্স কমিউনিটি স্পোর্টস এসোসিয়েশন, যারা কমিউনিটিতে খেলাধূলার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি ডিজেবল বাসিন্দাদের জন্য বিভিন্ন সার্ভিস প্রদানসহ নানাবিধ কল্যাণধর্মী কাজ করে যাচ্ছেন।

এদিকে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান নবনির্বাচিত স্পীকার কাউন্সিলার মুশতাক আহমদকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানান। পাশাপাশি তিনি গত এক বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য বিদায়ী স্পীকার সুলক আহমদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মাডশুট পার্ক অ্যান্ড ফার্ম পরিদর্শনে কাউন্সিলের প্রতিনিধিদল

টাওয়ার হ্যামলেটসের অন্যতম জনপ্রিয় সবুজ স্থান মাডশুট পার্ক এন্ড ফার্ম পরিদর্শন করেছেন টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষের একটি প্রতিনিধি দল। শহরের ব্যস্ততার মাঝেও সবুজের এক শান্তিপূর্ণ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত এই ফার্মটি প্রতি বছর ২ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি দর্শনার্থীকে স্বাগত জানায়।

অ্যান্ড এনহ্যান্সিং কাউন্সিল হোমস অ্যান্ড নেবারহুডস কাউন্সিলর সাইদ আহমেদ, ক্যাবিনেট মেম্বার ফর ফাইন্যান্স, অ্যাসেটস অ্যান্ড গভর্নেন্স কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী, এবং কাউন্সিলের কর্পোরেট ডিরেক্টর ডেভিড জয়েস সহ কাউন্সিলের শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ। পরিদর্শনকালে, প্রতিনিধিদলটি খামারের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন

সম্প্রতি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাডশুট অ্যাসোসিয়েশনের জন্য নতুন ৩০ বছরের লিজ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২৯ মে শুক্রবার এই পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম তালুকদার, ক্যাবিনেট মেম্বার ফর হোমবিলডিং এবং খামারটি কী কী সুবিধা প্রদান করে সে সম্পর্কে ধারণা নেন; যার মধ্যে রয়েছে অন-সাইট নার্সারি, বিরল প্রজাতির গবাদি পশুর এলাকা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম।

উল্লেখ্য, আগামী ৬ ও ৭ জুন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া অ্যাগ্রিকালচারাল শো নিয়েও আলোচনা হয়, যা স্থানীয় পরিবার ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি বড় আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত।

মাডশুট মাডচিউট পার্ক অ্যান্ড ফার্ম প্রতি বছর প্রায় ২,৫০,০০০ দর্শনার্থীকে স্বাগত জানায়। এটি একটি ব্যস্ত শহরের মাঝখানে থেকেও গ্রাম্য পরিবেশের স্বাদ পাওয়ার একটি বিরল সুযোগ দেয়। এখানে রয়েছে পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম, একটি স্থানীয় প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা, প্রতি বছর ১০,০০০-এর বেশি শিশুর জন্য আউটডোর শিক্ষার ব্যবস্থা, সারা বছর শিশুদের যত্নের সুবিধা, স্বেচ্ছাসেবী হওয়ার সুযোগ এবং সবার জন্য বিনামূল্যে প্রবেশের ব্যবস্থা। মাডচুট পার্ক অ্যান্ড ফার্ম দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় কমিউনিটির জন্য শিক্ষা, বিনোদন এবং প্রকৃতির সাথে সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে কাজ করছে। কাউন্সিল আশা করছে, নতুন লিজের মাধ্যমে ফার্মটির উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততা আরও শক্তিশালী হবে। সবুজ পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর এই স্থানটি তাই পরিবার নিয়ে সময় কাটানোর জন্য এখনো একটি আদর্শ গন্তব্য। চাইলে আপনিও একদিন ঘুরে দেখে আসতে পারেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পড়াইতে চাই
Wanted to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English
Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.
Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons)LL.M (First Class First)
Contact: Phone: 07817 922 277
42-424

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

Community Development Initiative
WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY
আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিষ্টার করতে চান?
আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন
07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN

SWF SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
"WE REPRESENT YOUR VOICE"
OUR SERVICES:
IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT

London Office: 19 Henrique Street Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office: 41A (First Floor), Queensway, Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR
www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk
Call US Today
020 80904780

ব্রিটিশ বাংলাদেশি সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

ব্রিটিশ বাংলাদেশি সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনের ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে এই অনুষ্ঠান হয়।

সংগঠনের সভাপতি ফখরুল আম্বিয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল ইসলাম ফয়েজ নূর এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক হেনা বেগম। সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক হেলেন ইসলাম এবং সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ধনঞ্জয় পাল। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিপুলসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি, পরিবার ও শিশু-কিশোরদের উপস্থিতিতে পুরো পরিবেশ ছিল প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর।

অনুষ্ঠানে সদ্য সমাপ্ত স্থানীয় নির্বাচনে বিজয়ী ১০ জন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কাউন্সিলরকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা জানানো হয়। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন মিনারা বেগম, জ্যোৎস্না ইসলাম, সাইদা চৌধুরী, মেহেদী হাসান, ওয়ালিউর রহমান, শামীমা নাসরিন তন্বী, আবুল মনসুর ও আমিনা আলীসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা আহবাব হোসেন, আবুল কালাম আজাদ ছোটন, শাহেদ আলী, সহ-সভাপতি শাহিন মোস্তফা ও হাফসা ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ শেখ নুরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এলিন চৌধুরী ও হেনা বেগম। এ সময় কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন সাদমান সাজিদ খান, আব্দুস শুকুর, সৈয়দা নাসিমা কুইন, জিয়াউর রহমান সাকলাইন, নাজমুল চৌধুরী, মুজিবুল হক মনি, মোস্তফা কামাল মিলন, শিশু শিল্পী স্নিগ্ধ রায় ও কাজী আয়ান।

তাদের পরিবেশনায় বাংলা গান, আধুনিক ও দেশাত্মবোধক গানের সমাহারে অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কবিতা আবৃত্তি করেন ফখরুল আম্বিয়া, হাফসা নুর, জ্যোতি সিদ্দিকা, ধনঞ্জয় পাল ও বাদল রহমান। এছাড়া মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন সোমা গঙ্গা।

আয়োজকরা জানান, এই মিলনমেলা প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সামাজিক সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের সভা ও ঈদ পুনর্মিলনী

যুক্তরাজ্যের রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের উদ্যোগে সভা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ জুন রোববার বিকেলে ইলফোর্ড হাই রোডের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সভাপতি মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর শাহ আলম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন এটিএন বাংলার ইসলামিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হাফিজ মাওলানা ওয়াহিদ সিরাজি। পরে স্বাগত বক্তব্য ও ঈদের শুভেচ্ছা জানান

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল। সভায় রেডব্রিজ কাউন্সিলের নবনির্বাচিত ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর সাঈদা চৌধুরী লাভলীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ট্রাস্টের সদস্যরা।

সভায় বক্তারা বলেন, কমিউনিটি সেবা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদারের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিশেষ করে পরিবারের শিশু-কিশোর ও তরুণদের বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে অভিভাবকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় ট্রাস্টের নিয়মিত সামার ট্রিপ ও স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অনেক সদস্য সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণের পরিবর্তে নিকটবর্তী কোনো দর্শনীয় স্থানে, বিশেষ করে ফেয়ারলপ ওয়াটারে বনভোজনের আয়োজনের প্রস্তাব দেন। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় উৎসাহিত করার বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়।

এসব বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন ট্রাস্টের সহসভাপতি আফসার হোসেন এনাম, মো. ফারুক উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ এনামুল হক এনাম, ডা. সৈয়দ মাসুক আহমদ, আলিন আহমেদ চৌধুরী, আবু তারেক চৌধুরী, নিয়াজ চৌধুরী শোভন, হেলাল চৌধুরী, মোহাম্মদ সুমন চৌধুরী, মোহাম্মদ আমিন, কামরুল হোসেন দেলোয়ার ও রেজাউল করিম রাজু প্রমুখ।

সভায় জানানো হয়, আগামী ১১ জুন বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হওয়ায় জুন ও জুলাই মাসে কোনো বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে না। তবে আগামী ১৮ জুন সন্ধ্যা ৭টায় আফসার হোসেন এনামের কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী কর্মসূচির তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Why visit a branch to send money to Bangladesh?

Get registered & send money online
from anywhere within the UK

SAVE
Time &
Travel Cost
Enjoy better rate

www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6

B A Exchange (UK)
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, London E1 1DT

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)

আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER

ALL SEASON FOODS

88 Mile End Road,
London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে কুরআনের প্রাচীনতম পান্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬: ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে শিক্ষার্থী, গবেষক এবং কমিউনিটির বিভিন্নস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে পবিত্র কুরআনের লিখিত ইতিহাস নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইস্ট লন্ডন মসজিদের বিশেষ প্রজেক্ট 'ইএলএম কানেক্স-এর তত্ত্বাবধানে

২ জুন মঙ্গলবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

'এডুকেট অ্যান্ড ইন্সপায়ার' শীর্ষক আলোচনায় কুরআন সংরক্ষণ ও প্রচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয় । প্রথম দিকের সংরক্ষিত পান্ডুলিপি থেকে শুরু করে আজ বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত মুদ্রিত কপিগুলোও আলোচনায় স্থান পায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইএলএম কানেক্স-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। এর লক্ষ্য হলো এমন একটি পরিসর তৈরি করা, যেখানে আলেম, বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষ ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারেন।

এতে বক্তব্য রাখেন মার্কফিলড ইনস্টিটিউট অব হায়ার এডুকেশনে ইসলামিক স্টাডিজের প্রভাষক এবং বিএ ইসলামিক স্টাডিজ কোর্সের পরিচালক ড. এফ রেদোয়ান কারিম। তিনি কুরআনের একজন হাফিজ এবং হাফস কিরাআতে ইজাযাপ্রাপ্ত । আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁর রচিত গ্রন্থ "হিস্টোরি অব দ্যা কুরআন : অ্যাপ্রোচ এন্ড এক্সপ্লোরেশন্স" (কুরআনের সংরক্ষণ ও প্রচার)।

ড. করিম তাঁর আলোচনা শুরু করেন কুরআনের সংরক্ষণ ও প্রচারের সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরে । তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, কুরআন একটি বহুমাত্রিক পাঠ্যগ্রন্থ। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই কুরআন তিলাওয়াতের একাধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ছিল, যেখানে উচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহারে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান ছিল । ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আসে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এর যুগে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের প্রায় ২৫ বছর পরে । তিনি কুরআনের মূল কাঠামো একীভূত করেন এবং এর সরকারি কপিগুলো মক্কা, মদিনা, বসরা, কুফা ও দামেস্কসহ মুসলিম বিশ্বের প্রধান কেন্দ্রগুলোতে পাঠান।

ড. করিম এরপর কুরআনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলকগুলো তুলে ধরেন । তিনি আলোচনা করেন ইবনে মোজাজিদ এর সাতটি কিরাত নির্বাচন, আল-দানি ও আল-সাথিবী-এর মাধ্যমে প্রতিটি কিরাআতের জন্য দুইজন রাবির গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ, এবং পরে ইবনে আল-জাজারি'র আরও তিনটি কিরাআত সংযোজনের মাধ্যমে মোট দশটি কিরাআতের স্বীকৃতি।

তিনি উল্লেখ করেন, সর্বশেষ বড় মাইলফলকটি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। ১৯২৪ সালে মিশরের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় আল-আজহারের আলেমদের তত্ত্বাবধানে কায়রো সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়, যা হাফস আন আসিমের কিরাআত অনুসরণ করে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম এই পাঠ অনুসারে কুরআন তিলাওয়াত করেন। তবে ড. করিম জোর দিয়ে বলেন, হাফস কিরাআতকে কুরআনের একমাত্র রূপ হিসেবে দেখা উচিত নয়; বরং এটি বৃহত্তর ও সমৃদ্ধ কিরাআত ঐতিহ্যের একটি অংশ।

অনুষ্ঠানের শেষে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উপস্থিত অতিথিরা সরাসরি ড. করিমের কাছে তাঁদের প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান। এর মধ্য দিয়ে একটি তথ্যবহুল ও চিন্তাশীল সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটে।

টাওয়ার হ্যামলেটসে স্কুলের পোশাক কিনতে বিশেষ অনুদান

আসন্ন শিক্ষাবর্ষে সন্তানকে প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি করাতে যাওয়া টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ অনুদান প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে কাউন্সিল। এই সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে যাওয়া শিশুদের পোশাক ও ইউনিফর্মের খরচ মেটাতে কাউন্সিল একটি বিশেষ স্কুল ক্লোদিং গ্রান্ট চালু করছে।

যেসব পরিবারের বার্ষিক পারিবারিক আয় ৫০,৩৫০ পাউন্ড বা তার কম, এবং যাদের সন্তান এই সেপ্টেম্বরে প্রথমবার প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হচ্ছে, তারা এই অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষাস্তর অনুযায়ী প্রাইমারি স্কুলের জন্য ৫০ পাউণ্ড এবং সেকেন্ডারি স্কুল ১৫০ পাউণ্ড।

আবেদন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে। যোগ্য অভিভাবকদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এই অনুদানের মূল লক্ষ্য হলো স্থানীয় পরিবারগুলোর উপর নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পোশাক কেনার আর্থিক চাপ কমানো। বিশেষত সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম ও অন্যান্য পোশাকের খরচ অনেক সময় পরিবারের জন্য বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কাউন্সিল নিশ্চিত করতে চায় যে আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেন কোনো শিশুর শিক্ষাজীবনের শুরুতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

কাউন্সিলের রেকর্ডে যেসব শিশুর এই অনুদানের যোগ্যতা থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের অভিভাবকদের ইতোমধ্যে বিস্তারিত তথ্য পাঠানো হয়েছে। তবে কাউন্সিল স্পষ্ট করেছে যে, শুধু সেই পরিবারগুলো নয়, যে কোনো পরিবার যারা মনে করছেন তারা এই মানদণ্ড পূরণ করতে পারেন, তারাও নিজে থেকে আরও তথ্য জেনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় আয়ের প্রমাণাদি এবং আবেদনপত্র পাওয়া যাবে কাউন্সিলের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে। এ ছাড়াও অভিভাবকরা সরাসরি কথা বলতে পারবেন বেনিফিটস কন্টাক্ট সেন্টারে, ফোন: ০২০ ৭৩৬৪

ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD

ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tilling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates

07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

র‍্যাব সদস্যকে খুনের দায় স্বীকার করলেন বিএনপি নেতার ছেলে

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ জুন ২০২৬: সিলেটে র‍্যাব সদস্য ইমন আচার্য হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত মাদকাসক্ত ছিনতাইকারী আসাদুল আলম বাপ্পী (২২) আদালতে নিজের অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। ঘাতক বাপ্পী নগরীর কাজিরবাজার এলাকার মোগলটুলা ২৪নং বাসার বাসিন্দা। তিনি ১৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক

সম্পাদক আবুল হোসেনের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২২ বছর বয়সী বাপ্পী এই অল্প বয়সেই সিলেটের অপরাধ জগতের অন্যতম হোতা এবং তার বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় ধর্ষণ, ছিনতাই ও মাদকসহ ৪টি মামলা রয়েছে। গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে সে পিতার দলীয় প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় নিজস্ব ছিনতাই সিন্ডিকেট ও কিশোর গ্যাং তৈরি করে নানামুখী অপকর্ম চালিয়ে আসছিল।

পকেটে সবসময় ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো বাপ্পীর অত্যাচারে কাজিরবাজারসহ আশপাশের এলাকার মানুষজন দীর্ঘ দিন ধরে নাজেহাল ছিলেন। তার এসব অপকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে একপর্যায়ে পিতা আবুল হোসেন তাকে মৌখিকভাবে ত্যাজ্য করেন এবং আগে দুবার নিজে উদ্যোগী হয়ে বাপ্পীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে সিলেট মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, ছেলেটি আবুল হোসেনের সন্তান হলেও দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে পিতার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি দাবি করেন, বিএনপি ছিনতাই ও মাদকের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতিতে রয়েছে এবং বাপ্পী যে নেতার ছেলেই হোক না কেন অপরাধের জন্য তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এ ঘটনায় পিতার রাজনৈতিক বা দলীয় পরিচয় টেনে আনা সঠিক নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গত ২২ মে শুক্রবার নগরীর ক্বিনব্রিজ এলাকায় মাদকসেবী ও ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করার সময় সাদা পোশাকে থাকা র‍্যাব-৯ এর সদস্য ইমন আচার্য জীবন বাজি রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে এগিয়ে যান এবং আসাদুল আলম বাপ্পীকে ঝাপটে ধরেন। এ সময় ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বাপ্পী তার কাছে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে ইমনের বুকের বাম পাশে আঘাত করলে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। হামলার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত বাপ্পী তোপখানা এলাকার একটি বাসার ভেতরে ঢুকে এক শিশুকে গলায় ছুরি ধরে জিম্মি করার চেষ্টা চালালে পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে শিশুটিকে অক্ষত উদ্ধার এবং রক্তমাখা ছুরিসহ ঘাতককে আটক করা হয়। এ ঘটনায় নিহত ইমনের ভাই সুজিত আচার্য বাদী হয়ে শনিবার (২৩ মে) কোতোয়ালি থানায় আসাদুল আলম বাপ্পীকে একমাত্র আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি খান মুহাম্মদ মাইনুল জাকির জানান, বাপ্পী সিলেটের একজন চিহ্নিত অপরাধী এবং আদালতের বিচারকের সামনে ইমন হত্যার দায় স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দি রেকর্ড শেষে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চীনা বিনিয়োগে সিলেটে ১ হাজার শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ জুন ২০২৬: চীনের বিনিয়োগে সিলেটে এক হাজার শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। এ লক্ষ্যে হাসপাতালটির সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেছে চীনা বিনিয়োগকারী প্রতিনিধিদল। গত ৩ জুন বুধবার প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিনিধিদলটি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার হাইটেক পার্ক এলাকা পরিদর্শন করে।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, চীনা প্রতিনিধিরা সম্ভাব্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এখন তাঁরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের ওপরই প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি নির্ভর করবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চীনা প্রতিনিধিদলের প্রধান ও বাই আপ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান স্টোয়ার্ড চিয়ং।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সিলেট-৪ আসনের (জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ) আওতায় হাসপাতালটি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে এ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে মঙ্গলবার রাতে সিলেট সার্কিট হাউসে চীনা বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী। বৈঠকে হাসপাতাল নির্মাণের সম্ভাবনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়।

সিলেটে ৬ সাংবাদিক পেলেন 'মাওলানা রশীদ আহমদ প্রেস লিগেসি অ্যাওয়ার্ডস'

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ জুন ২০২৬: সাংবাদিকদের পেশাগত অবস্থানের মূল্যায়নে সিলেটে প্রথমবারের মতো ৬ জন সাংবাদিককে দেওয়া হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ 'মাওলানা রশীদ আহমদ প্রেস লিগেসি অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ '। জুলাই অভ্যুত্থানকালে সাহসী সাংবাদিকতার জন্য তিনজন ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মর্যাদাপূর্ণ এই সম্মাননায় ভূষিত হন তারা।

জমকালো আয়োজনে গত ৫ জুন শুক্রবার রাতে নগরের একটি হোটেল মিলনায়তনে অতিথিরা এসব সাংবাদিকের হাতে অ্যাওয়ার্ড, সম্মাননাপত্র ও সম্মানী তুলে দেন। নগরের নির্ভানা ইন হলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তক সংস্থা মাহমুদ হোসাইন ট্রাস্টের ট্রাস্টি, টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক ডেপুটি মেয়র আ. ম. অহিদ আহমদ।

মাহমুদ হোসাইন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট প্রবর্তিত মাওলানা রশীদ আহমদ প্রেস লিগেসি অ্যাওয়ার্ড প্রিন্ট ক্যাটাগরিতে পেয়েছেন দৈনিক খবরের কাগজের সিলেট ব্যুরো অফিসের নিজস্ব প্রতিবেদক শাকিলা ববি, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের সিলেট প্রতিনিধি আজহার উদ্দিন শিমুল, ফটো সাংবাদিকতায় স্থানীয় দৈনিক একাত্তরের কথার মোহিদ হোসেন ও মফস্বল ক্যাটাগরিতে দৈনিক যুগান্তরের গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি হারিছ আলী।

পাশাপাশি প্রবীণ সাংবাদিক সম্মাননা পেয়েছেন মুহম্মদ বশিরুদ্দিন ও মরণোত্তর ক্যাটগরিতে সম্মাননা পেয়েছেন ২৪ এর আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে শহীদ সাংবাদিক এ. টি এম তুরাব।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান, শাবিপ্রবির উপ উপাচার্য ড. সাজেদুল করিম, সিলেট সিটি করপোরেশন-সিসিকের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, ব্রিটেনের ট্রাইব্যুনাল জজ ব্যারিস্টার নজরুল খসরু, গ্রীণ ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অলিউর রহমান, বিএমএর সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অধ্যাপক ডা, শামিমুর রহমান, সিলেটের বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. মাহবুবুল আলম, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সিলেট ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সেলিম, সিলেট চেম্বারের সাবেক সভাপতি খন্দকার শিপার আহমদ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন-বাংলাদেশ স্কাউটসের সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মহিউস সুন্নাহ চৌধুরী নার্জিস, দৈনিক সিলেট মিররের প্রধান সম্পাদক জিয়াউস সামছ শাহীন, কালের কণ্ঠের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক পার্থ সারথি দাস,

বড়লেখায় ভুয়া এএসপি গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ জুন ২০২৬: মৌলভীবাজারের বড়লেখায় পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) ও সিআইডি কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মোঃ সাজু আহমেদ শোভন (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার (৮ জুন) দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে রোববার (৭ জুন) বিকেলে উপজেলার নিউ সমনবাগ চা বাগানের স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

প্রতারক সাজু আহমেদ শোভন রংপুর জেলার কোতোয়ালি থানার পশ্চিম বাবু খাঁ গ্রামের মোঃ আব্দুল আলীম শেখের ছেলে। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলার তথ্য রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, বড়লেখা উপজেলার নিউ সমনবাগ চা বাগানের বাসিন্দা চা শ্রমিক যতিন চাষার (৪৮) একটি মামলা রয়েছে। গত ৫ জুন রাতে সাজু আহমেদ শোভন নিজেকে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) ও সিআইডি কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে চা শ্রমিক যতিন চাষার মামলার বিষয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। এ সময় তিনি মামলা নিষপত্তির কথা বলে ওই চা শ্রমিকের কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন।

গত রোববার (৭ জুন) বিকেলে শোভন পুনরায় চা বাগান এলাকায় এলে ভুক্তভোগী যতিন চাষা তাকে চিনতে পারেন। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে নিজেকে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে দাবি করে এবং একটি ভুয়া পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে। পরিচয়পত্রে তার ছবি-সংবলিত নামের পাশে পদবি লেখা ছিল 'এএসপি'। তবে যাচাই-বাছাই শেষে পুলিশ নিশ্চিত হয়, সে বাংলাদেশ পুলিশের কোনো সদস্য নয়। বরং ভুয়া পরিচয়ে প্রতারণা করেছে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি ভুয়া পরিচয়পত্র ও দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী যতিন চাষা প্রতারক শোভনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন।

মোবাইল ফোনে পরিচয়ের ফাঁদে অপহরণ: নারীসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি, ১২ জুন ২০২৬: সিলেট নগরীর এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় মোবাইল ফোনে পরিচয়ের সূত্র ধরে এক যুবককে অপহরণের ঘটনায় নারীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে অপহৃত যুবককে উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তাররা হলেন মীম আক্তার নাহিদা, শিল্পী বেগম, মিল্লাত, এমরান খান এবং স্বপন আহমেদ।

পুলিশ জানায়, জিল্লুর রহমান নামে এক যুবকের সঙ্গে কিছুদিন আগে মীম আক্তার নাহিদার মোবাইল ফোনে পরিচয় হয়। সেই সূত্র ধরে গত ১ জুন সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাকে দেখা করার কথা বলে এয়ারপোর্ট থানাধীন বড়বাজার এলাকায় ডেকে নেওয়া হয়।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সেখানে পৌঁছালে জিল্লুরকে মারধর করে জোরপূর্বক একটি সিএনজিতে তুলে কুনিপাড়া এলাকার একটি ঘরে আটকে রাখা হয়। দ্বিতীয় দফায় আবারও মারধর করে তার কাছ থেকে ৮ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং পরিবারের কাছে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

এদিকে ভুক্তভোগীর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ খবর দেয়। এরপর এয়ারপোর্ট থানা-পুলিশ কুনিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল থেকেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মো. মনজুরুল আলম জানান, এ ঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

হরমুজ প্রণালির কাছে মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকা হরমুজ প্রণালির কাছে একটি মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত সূত্রের বরাত দিয়ে এমন তথ্য জানিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পও এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। টাইমস জানিয়েছে, অ্যাপাচি হেলিকপ্টারটি গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে নাকি কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির মুখোমুখি হয়েছিল তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হওয়া যায়নি। ট্রাম্প নিজেও এর কারণ জানাননি। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

মঙ্গলবার নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের ডোনালড ট্রাম্প জানান, হেলিকপ্টারে থাকা দুই পাইলট অক্ষত ও সুরক্ষিত আছেন। কেউ আহত হননি।

টাইমসের বরাত দিয়ে জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালিতে ইরানের অবরোধ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টার অংশ হিসেবে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের পাশাপাশি ফাইটার জেট ও ড্রোন ব্যবহার করে আসছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কোনো অ্যাপাচি হেলিকপ্টার ভূপাতিত হওয়ার এটিই প্রথম ঘটনা। এর আগে ৩০টি এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করার দাবি করেছে ইরান।

নিউইয়র্ক টাইমস উল্লেখ করেছে, অ্যাপাচি হেলিকপ্টারগুলো সাধারণত টহল দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে সেন্টকমের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শনের অংশ হিসেবে এগুলোকে ইরানের অভ্যন্তরেও পাঠানো হচ্ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ২১টি মার্কিন স্থাপনায় ইরানের হামলা

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : ইরানে নতুন করে মার্কিন হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও তীব্র হয়েছে। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে, তারা পালটা অভিযানে অঞ্চলজুড়ে মার্কিন বিমান ও নৌঘাঁটিসহ ২১টি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে ইরান সতর্ক করে বলেছে, দেশটির বিরুদ্ধে কোনো হামলা বা হুমকি জবাবহীন থাকবে না।

বুধবার ভোরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আইআরজিসি জানায়, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় জর্ডানের আল আজরাক বিমানঘাঁটির চারটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হয়েছে। এর মধ্যে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান রাখা হ্যাঙ্গার এবং একটি কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রও ছিল বলে দাবি করা হয়। তবে জর্ডানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইরান থেকে আল আজরাক এলাকার দিকে ছোড়া পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভূপাতিত করেছে। সেনাবাহিনীর ভাষ্য অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ধ্বংস করা হলেও সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ পড়ে কোনো প্রাণহানি বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

আইআরজিসি আরও দাবি করেছে, তারা কুয়েতের আলি আল সালেম ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। সংস্থাটি একে 'মার্কিন আগ্রাসনের' জবাব হিসেবে উল্লেখ করেছে।

বিবৃতিতে আইআরজিসি সতর্ক করে বলেছে, নতুন কোনো হামলার জবাবে তাদের বাহিনী 'চূর্ণবিচূর্ণ ও সিদ্ধান্তমূলক' প্রতিক্রিয়া জানাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী পরিস্থিতির দায় মার্কিন বাহিনীকেই বহন করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

অন্য এক বিবৃতিতে আইআরজিসি জানায়, তারা দক্ষিণাঞ্চলীয় বুশেহর প্রদেশের আকাশে একটি মার্কিন এমকিউ-৯ ড্রোন ভূপাতিত করেছে। পাশাপাশি বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন পঞ্চম নৌবহরকে লক্ষ্য করে ড্রোন হামলাও চালানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

আইআরজিসির মতে, দক্ষিণ ইরানের জাস্ক, সিরিক ও কেশম এলাকায় সাম্প্রতিক মার্কিন হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই অভিযান চালানো হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

প্রতিবেশী বাহরাইনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশজুড়ে সতর্কতামূলক সাইরেন চালুর ঘোষণা দিয়েছে।

এদিকে দক্ষিণ ইরানে মার্কিন হামলার পর বুধবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি

তাদের দাবি, মার্কিন হামলায় সিরিকে একটি টেলিযোগাযোগ টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বামানি এলাকায় দুটি পানির ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে।

আইআরজিসি জানায়, স্থানীয় সময় রাত আড়াইটার দিকে তাদের নৌবাহিনী মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা শুরু করে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'সংঘর্ষ এখনও চলছে।' একই সঙ্গে হামলা অব্যাহত থাকলে আরও কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

এদিকে কুয়েতের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বুধবার ভোরে তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কয়েকটি 'শত্রুতামূলক' আকাশীয় লক্ষ্যবস্তু প্রতিহত করেছে।

বলেন, 'ইরানের বিরুদ্ধে কোনো হামলা বা হুমকি জবাবহীন থাকবে না।'

তিনি বলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের পরও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

আরাগচি আরও বলেন, 'আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী কোনো হামলা বা হুমকির জবাব না দিয়ে থাকবে না।' একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেন, 'নিরাপদ থাকতে চাইলে আমাদের অঞ্চল ছেড়ে যাও।'

তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'পারস্য উপসাগরের ইতিহাসে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের ভয়াবহ পরিণতির বহু অধ্যায় রয়েছে।'

পাকিস্তানের বিমান হামলায় আফগানিস্তানে নিহত ১২

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানের হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন। আফগান সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় সূত্রগুলো বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে পরিস্থিতি শান্ত ছিল। এর মধ্যেই এই প্রাণঘাতী এই হামলার ঘটনা ঘটল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে আফগান সরকারের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, 'মঙ্গলবার রাতে পাকিস্তান আবারও আফগানিস্তানের আকাশসীমা লঙ ঘন করেছে। তারা কুনার, খোস্ত ও পাকতিকা প্রদেশে বেসামরিক মানুষের ঘরবাড়িতে হামলা চালিয়েছে।'

তিনি বলেন, 'এসব হামলায় ১১ শিশু, এক নারী ও এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।'

খোস্ত প্রদেশের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে বলেন, স্পেরা জেলায় একটি বসতবাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। এতে ৯ জন নিহত ও ১০ জন আহত হন।

প্রতিবেশী পাকতিকা প্রদেশের দুই বাসিন্দা জানান, বারমাল জেলায় আলাদা এক হামলায় তিন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। একজন বাসিন্দা জানান, একটি ঘর লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয়। নিহত তিনজনই শিশু।

হামলার বিষয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে এএফপির কাছে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ইসলামাবাদের দাবি, যারা পাকিস্তানের ভূখণ্ডে হামলা চালায়, কেবল সেই জঙ্গিদেরকে লক্ষ্য করেই আফগানিস্তানে অভিযান চালানো হয়। বেসামরিক নাগরিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয় না বলে পাকিস্তান বারবার বলে আসছে।

গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে সংঘাত তীব্র রূপ নিয়েছিল দুই দেশের মধ্যে। এরপর কিছুদিন বিরতির পর ফের প্রাণঘাতী সংঘাত শুরু হলো।

এর আগে সীমান্তে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। সে সময় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় কান্দাহার শহর লক্ষ্য করে নজিরবিহীন বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। কান্দাহারে তালেবানের সর্বোচ্চ নেতা থাকেন।

গত মাসে প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে দুই দেশের সংঘাতে অন্তত ৩৭২ জন আফগান বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৩৯৭ জন।

যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের হুঁশিয়ারি

নিরাপদ থাকতে চাইলে আমাদের অঞ্চল ছেড়ে যাও

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬ : দক্ষিণ ইরানের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক মার্কিন হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে কোনো হামলা বা হুমকি জবাবহীন থাকবে না এবং দেশটির

সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত রয়েছে।

বুধবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে আরাগচি বলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের পরও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী কোনো হামলা বা হুমকির জবাব না দিয়ে থাকবে না।' একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে বলেন, 'নিরাপদ থাকতে চাইলে আমাদের অঞ্চল ছেড়ে যাও।'

আরাগচির ভাষায়, 'পারস্য উপসাগরের ইতিহাসে বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের ভয়াবহ পরিণতির বহু অধ্যায় রয়েছে।'

এর আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম জানিয়েছিল, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় হরমোজগান প্রদেশের কয়েকটি স্থানে মার্কিন হামলা হয়েছে। হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে কেশম দ্বীপ, জাস্ক ও সিরিক এলাকা ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

হামলার ঠিক আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানায়, ওমান উপকূলের কাছে একটি মার্কিন অ্যাপাচি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার পর তারা ইরানের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করেছে।

এক দিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পও নিশ্চিত করেন যে হরমুজ প্রণালির কাছে একটি মার্কিন অ্যাপাচি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, হেলিকপ্টারটি ইরান ভূপাতিত করেছে এবং এ ঘটনার জবাব দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'অবশ্যই প্রয়োজন'।

তবে ইরানের সরকারি কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনী এ ঘটনায় নিজেদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে, ইরানের বিরুদ্ধে যেকোনো আগ্রাসনের যথাযথ প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

মার্কিন হামলার আগেও আব্বাস আরাগচি সতর্ক করে বলেছিলেন, ইরানের আকাশসীমা, স্থলসীমা ও জলসীমা লঙ্ঘনের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশটির সশস্ত্র বাহিনী সর্বদা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ভূখণ্ডের আশপাশে অবস্থানরত বিদেশি বাহিনী নিজেদের ভুল, দুর্ঘটনা অথবা সংঘাতের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।' পরিস্থিতির উত্তরণে বিদেশি বাহিনীকে দ্রুত অঞ্চল ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'শত্রুভাবাপন্ন সামরিক উপস্থিতির জন্য এই অঞ্চল কখনোই অনুকূল পরিবেশ হবে না। ঝুঁকি কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বিদেশি বাহিনীর দ্রুত সরে যাওয়া।'

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

যেভাবে উত্তম পরিবার গড়বেন

শায়খ ড. সাজিদ উমার

আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে সর্বোত্তম জাতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু আমরা সবাই জানি, একটি জাতি মূলত অসংখ্য পরিবারের সমষ্টি। সুতরাং যদি এই উম্মাহ সর্বোত্তম জাতি হয়, তাহলে এর পরিবারগুলোও অবশ্যই সর্বোত্তম পরিবার হতে হবে।

এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহ এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন ছিল অজ্ঞতা, শিরক, জুলুম ও অবিচারে নিমজ্জিত। তবুও তারা পরিবার, সন্তান প্রতিপালন এবং দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দিতে ভোলেনি। বরং কুরআন বিবাহ সম্পর্কে এমন এক সত্য শিক্ষা দেয়, যা আজ আমাদের অনেকের কাছেই হারিয়ে গেছে।

যখন কোনো বিয়ে বা নিকাহ হয়, আমরা আনন্দিত হই- এবং তা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এটি শুধু দুই ব্যক্তির নয়, দুটি পরিবারেরও মিলন । কিন্তু কুরআন আমাদের আরও গভীর একটি কারণে আনন্দিত হতে শেখায় । কুরআন বলে, বিবাহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন। এটি তাঁর একত্ববাদ, তাঁর ইবাদত এবং তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর প্রমাণ। আপনার নিকাহ, আপনার দাম্পত্য জীবন-আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের সাক্ষ্য বহনকারী একটি মাধ্যম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি সৃষ্টিজগতের সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন-পুরুষ ও নারী, আলো ও অন্ধকার, গরম ও ঠান্ডা। এই জোড়াগুলো আমাদের চিন্তা করতে শেখায়, যাতে আমরা উপলব্ধি করি যে প্রতিটি জোড়ার পেছনে রয়েছেন একমাত্র সেই সত্তা, যিনি নিজে কোনো অংশীদারবিহীন। প্রতিটি জোড়া আমাদের সেই এক আল্লাহর দিকেই নির্দেশ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো । আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রূম: ২১)। আপনার জীবনসঙ্গী আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন । এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে?

বিয়ে সহজ, বিচ্ছেদ কঠিন

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন, ইসলামে বিয়ে কত সহজ? অভিভাবক, দুইজন সাক্ষী, মহর নির্ধারণ এবং উভয়ের সম্মতি-মাত্র কয়েক মুহূর্তেই নিকাহ সম্পন্ন হয়ে যায় । শরিয়ত বিয়েকে সহজ করেছে, কারণ বিবাহ আল্লাহর একটি নিদর্শন। কিন্তু অন্যদিকে, আল্লাহ এই চুক্তিকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন, যা অন্য কোনো চুক্তিকে দেননি। তিনি একে বলেছেন "মীসাকান গালীযা"-একটি দৃঢ় ও গুরুগম্ভীর অঙ্গীকার।

তাই বিয়ে সহজ হলেও তালাককে সহজ করা হয়নি। প্রয়োজন হলে বিচ্ছেদেরও একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি রয়েছে- নির্ধারিত সময়, নিয়ম এবং দায়িত্বসহ। এটি আমাদের শেখায় যে, বিবাহ কেবল দুই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়; বরং এটি তাওহীদের বাস্তব প্রয়োগের একটি অংশ।

বিবাহের দুটি উপহার

সূরা রূমের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিবাহের দুটি বিশেষ উপহারের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. মাওয়াদ্দাহ (মমতাপূর্ণ ভালোবাসা) : আমরা সাধারণত মাওয়াদ্দাহকে "ভালোবাসা" বলে অনুবাদ করি। কিন্তু এর অর্থ আরও গভীর। মাওয়াদ্দাহ হলো এমন ভালোবাসা, যা প্রকাশ পায়, অনুভূত হয়, অন্যের হৃদয়ে পৌঁছে যায়। ইংরেজিতে যাকে বলা যায় এফেকশন।

বিয়ের আগে কোনো নারী-পুরুষের পারস্পরিক প্রেমের প্রকাশ গুনাহের কারণ হতে পারে। কিন্তু নিকাহর পর সেই একই হাসি সদকা হয়ে যায়, একই কথোপকথন সওয়াবের কাজ হয়ে যায়, এমনকি একে অপরকে খাবার খাওয়ানোও ইবাদত হয়ে যায়।

কিন্তু আজ অনেক দাম্পত্য সমস্যার মূল কারণ হলো- ভালোবাসা আছে, কিন্তু তা প্রকাশ পায় না।

স্বামী বলেন, আমি স্ত্রীকে ভালোবাসি। স্ত্রীও বলেন, আমি স্বামীকে ভালোবাসি। কিন্তু কেউই তা অনুভব করতে পারেন না।

অথচ মাওয়াদ্দাহ প্রকাশ করতে বড় কিছু লাগে না। একটি আন্তরিক বার্তা, একটি সুন্দর কথা, একটি মমতাময় স্পর্শ- এসবই ভালোবাসাকে জীবন্ত করে তোলে।

২. রহমাহ (দয়া ও করুণা)

তাফসিরের অনেক আলেম বলেন, এখানে রহমাহ বলতে সন্তানদেরও বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ যদি আপনাকে সন্তান দান করেন এবং আপনি তাদের ঈমান ও তাকওয়ার ওপর লালন-পালন করেন, তবে তারা আপনার জন্য রহমতের উৎস হয়ে ওঠে ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তানরা ঈমানের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরও তাদের সঙ্গে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমলের কোনো অংশ কমিয়ে দেব না। (সূরা তূর: ২১)

অর্থাৎ জান্নাতে যদি সন্তানদের মর্যাদা পিতা-মাতার চেয়ে বেশি হয়, আল্লাহ পিতা-মাতাকেও সেই উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আর যদি পিতা-মাতার মর্যাদা বেশি হয়, সন্তানদেরও তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে একটি পরিবার, জান্নাতেও একটি পরিবার।

উন্নত দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলুন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম । আর আমি আমার পরিবারের প্রতি তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।

আমরা জীবনের সব ক্ষেত্রে সেরাটা চাই-সেরা চাকরি, সেরা ব্যবসা, সেরা বাড়ি। কিন্তু ঘরের ভেতরের চরিত্রকে কতটা উন্নত করার চেষ্টা করি? সন্তানরা আমাদের কথা শুনে যতটা শেখে, তার চেয়ে বেশি শেখে আমাদের আচরণ দেখে।

তারা দেখে-আমরা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে কথা বলি, কীভাবে সম্মান করি, কীভাবে মতভেদ সামলাই, কীভাবে পরস্পরকে গুরুত্ব দিই। এভাবেই তারা ভবিষ্যতের স্বামী, স্ত্রী ও অভিভাবক হিসেবে গড়ে ওঠে।

অধিকার নয়, দায়িত্ব

দাম্পত্য জীবনের বড় একটি সমস্যা হলো-আমরা দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শুধু নিজের অধিকার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং খাদিজা (রাঃ)-এর জীবনের দিকে তাকান । নবী (সাঃ) খাদিজা (রাঃ)-এর ঘরেই বসবাস করেছিলেন । খাদিজা (রাঃ) কখনো এটি তাঁর ওপর চাপিয়ে দেননি। বরং ভালোবাসা ও সম্মানের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে নবী (সাঃ) খাদিজা (রাঃ)-এর সন্তান হিন্দকে নিজের সন্তানের মতোই লালন-পালন করেছিলেন। পরে নবী (সাঃ) যখন আবু তালিবের কষ্ট লাঘবের জন্য আলী (রাঃ)-কে নিজের ঘরে নিয়ে আসতে চাইলেন, খাদিজা (রাঃ) কোনো আপত্তি করেননি । বরং সাদরে গ্রহণ করেছিলেন । এটাই দায়িত্বভিত্তিক বিবাহ। যেখানে স্বামী-স্ত্রী হিসাবের খাতা নিয়ে বসে না-"আমি এত করলাম, তুমি কী করলে?" বরং তারা ভাবে-আমি কীভাবে আমার দায়িত্ব আরও ভালোভাবে পালন করতে পারি? এটাই কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা। এটি কেবল জীবন কাটানোর জন্য একটি সম্পর্ক নয়; এটি চিরস্থায়ী সফলতার জন্য একটি বন্ধন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উত্তম পরিবার দান করুন। আমীন।

শায়খ ড. সাজিদ উমর : অতিথি খাতিব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার। জুমার খুতবা ৫ই জুন ২০২৬।

আল্লাহ যেভাবে কল্যাণের ফয়সালা করেন

উম্মে আহমাদ ফারজানা

মানুষের জীবনে চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশা, সফলতা-ব্যর্থতা–এসব যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। মানুষ যখন কাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু অর্জন করে তখন সেটাকে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ মনে করে।

আবার যখন কোনো স্বপ্ন ভেঙে যায়, প্রার্থিত কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয় কিংবা জীবনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তখন অনেকেই মনে করেন আল্লাহ হয়তো তার প্রতি অসন্তুষ্ট। অথচ একজন মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। সে বিশ্বাস করে, তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও রহমতের অধীনেই সংঘটিত হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বান্দার শুধু বর্তমান নয়, তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ–সবকিছু জানেন।

তাই অনেক সময় যে বিষয়টিকে আমরা ক্ষতি মনে করি, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অমূল্য কল্যাণ; আর যেটিকে আমরা লাভ মনে করি, সেটিই কখনো কখনো হয়ে ওঠে বড় ক্ষতির কারণ। মুমিনের দায়িত্ব হলো আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রাখা এবং প্রতিটি অবস্থায় তাঁর হিকমতের প্রতি আস্থা রাখা।

সবকিছুর পেছনে রয়েছে আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা মানুষের স্রষ্টা। তিনি মানুষের অন্তরের অবস্থা, প্রয়োজন, দুর্বলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন।

তাই তিনি যা ফয়সালা করেন, তা বান্দার প্রকৃত কল্যাণের জন্যই করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হতে পারে তোমরা কোনো বিষয়কে অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে তোমরা কোনো বিষয়কে ভালো মনে করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।'

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ২১৬)

এই আয়াত আমাদের শেখায়, মানুষের বিচার সীমাবদ্ধ; কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান অসীম।

আমরা শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখি, কিন্তু আল্লাহ দেখেন তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল।

ব্যর্থতা সব সময় প্রত্যাখ্যান নয়

মানুষ সাধারণত ব্যর্থতাকে জীবনের সমাপ্তি মনে করে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো, প্রতিটি ব্যর্থতার আড়ালেও আল্লাহর কোনো না কোনো হিকমত লুকিয়ে থাকে। কখনো আল্লাহ বান্দাকে এমন একটি পথ থেকে ফিরিয়ে দেন, যার শেষপ্রান্তে রয়েছে বিপদ, কষ্ট, গুনাহ কিংবা ধ্বংস। আমরা শুধু বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটি দেখি, কিন্তু আল্লাহ জানেন সেই দরজার ওপারে কী অপেক্ষা করছে। হয়তো যে চাকরিটি আপনি পাননি, সেটি আপনার দ্বিন, পরিবার কিংবা মানসিক প্রশান্তির জন্য ক্ষতিকর ছিল। হয়তো যে সম্পর্কটি ভেঙে গেছে, সেটি ভবিষ্যতে আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার কারণ হতে পারত। হয়তো যে ব্যবসাটি সফল হয়নি, তার মধ্যে এমন ক্ষতি লুকিয়ে ছিল, যা থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই একজন মুমিন ব্যর্থতার মধ্যেও আল্লাহর রহমত ও কল্যাণের সন্ধান করে।

মুমিনের জীবনে প্রতিটি অবস্থা কল্যাণকর

মহানবী (সা.) মুমিনের জীবন সম্পর্কে এক অসাধারণ সত্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'মুমিনের বিষয়টি সত্যিই আশ্চর্য! তার প্রতিটি অবস্থাই কল্যাণকর। যখন সে সুখ পায় তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে; এতে তার কল্যাণ হয়। আর যখন দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে; এতেও তার কল্যাণ হয়।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৯৯৯)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে মুমিনের জীবনে কোনো ঘটনাই অর্থহীন নয়। সুখ হোক কিংবা দুঃখ–সবকিছু তার জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কষ্টের আড়ালে থাকে স্বস্তির বার্তা

জীবনের কঠিন সময়গুলো মানুষকে ভেঙে দেয় না; বরং অনেক সময় তাকে আরো শক্তিশালী, পরিণত ও আল্লাহমুখী করে তোলে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।'

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গেই রয়েছে স্বস্তি।'

(সুরা : ইনশিরাহ, আয়াত : ৫-৬)

এই আয়াতগুলো মুমিনকে আশা ও সাহস জোগায়। কারণ আল্লাহ যখন পরীক্ষা দেন, তখন সেই পরীক্ষার মধ্যেই মুক্তির পথও নির্ধারণ করে রাখেন।

তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস মুমিনকে প্রশান্তি দেয়

একজন মুমিন বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ফয়সালার অংশ। তাই সে হারিয়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত আফসোস করে না এবং প্রাপ্ত বিষয় নিয়ে অহংকারও করে না। মহানবী (সা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-কে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'জেনে রাখো, যা তোমাকে এড়িয়ে গেছে তা কখনো তোমার জন্য নির্ধারিত ছিল না; আর যা তোমার কাছে এসেছে, তা কখনো তোমাকে এড়িয়ে যেতে পারত না।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)

এই বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রশান্তি সৃষ্টি করে এবং তাকে হতাশা থেকে রক্ষা করে।

ব্যর্থতার পর মুমিনের করণীয়

ব্যর্থতার মুখোমুখি হলে একজন মুমিনের উচিত- আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করা। ধৈর্য ও সবরের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। নিজের ভুলত্রুটি ও দুর্বলতাগুলো পর্যালোচনা করা। নতুনভাবে পরিকল্পনা করে আবার চেষ্টা করা। বেশি বেশি দোয়া, ইস্তিগফার ও নফল ইবাদতে মনোযোগ দেওয়া। আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ না হওয়া। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর পরিকল্পনা মানুষের পরিকল্পনার চেয়ে অনেক উত্তম।

সুতরাং জীবনের প্রতিটি ব্যর্থতা হারিয়ে যাওয়ার গল্প নয়; অনেক ব্যর্থতা আসলে রক্ষা পাওয়ার গল্প। যে সুযোগটি আপনি হারিয়েছেন, হয়তো সেটিই আপনার জন্য ক্ষতিকর ছিল। যে স্বপ্নটি পূরণ হয়নি, হয়তো তার চেয়ে উত্তম কিছু আল্লাহ আপনার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। একজন মুমিন জানে, আল্লাহর কোনো ফয়সালাই উদ্দেশ্যহীন নয়। তিনি যখন কিছু দেন, তাতে কল্যাণ থাকে; আবার যখন কিছু থেকে বঞ্চিত করেন তাতেও কল্যাণ লুকিয়ে থাকে। তাই সুখে শুকরিয়া এবং দুঃখে সবর–এই দুই ডানায় ভর করেই মুমিন তার জীবনযাত্রা পরিচালনা করে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ বান্দার শত্রু নন; তিনি পরম দয়ালু ও সর্বজ্ঞ রব। তাই কোনো দরজা বন্ধ হয়ে গেলে হতাশ না হয়ে তাঁর ওপর ভরসা রাখতে হবে। কারণ অনেক সময় যে ব্যর্থতাকে আমরা দুর্ভাগ্য মনে করি, সেটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে নিখুঁত ব্যবস্থা। আর এটাই হলো আল্লাহ যেভাবে তাঁর বান্দার জন্য কল্যাণের ফয়সালা করেন তার এক অনন্য ও হৃদয়স্পর্শী বাস্তবতা।

ভরণ-পোষণ আইন কি বৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা কাটাতে পারে

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

প্রযুক্তির এই যুগে আমরা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সংযুক্ত। কিন্তু একই সঙ্গে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন।

আমাদের বন্ধু তালিকায় হাজারো মানুষ, অসংখ্য ফলোয়ার, অসংখ্য ভার্চুয়াল সম্পর্ক; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নিজের ঘরের মানুষগুলোর জন্য সময় নেই। আমরা ক্যারিয়ার, পদোন্নতি, ব্যাবসায়িক সাফল্য, বিদেশে উচ্চশিক্ষা কিংবা সামাজিক স্বীকৃতির এক নিরন্তর প্রতিযোগিতার পিছে ছুটছি। এই দৌড়ে আমরা অনেক কিছু অর্জন করছি। কিন্তু অজান্তেই হারিয়ে ফেলছি পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতা।

ভার্চুয়াল জগতে একটি পোস্টে শত শত লাইক-কমেন্ট রিপ্লাই দেওয়ার সময় পেলেও বৃদ্ধ মা-বাবার পাশে বসে দশ মিনিট কথা বলার সময় পাই না। নিজেদের সফল করার প্রতিযোগিতায় আমরা এতটাই ব্যস্ত যে যাঁরা আমাদের সফল হওয়ার ভিত্তি তৈরি করেছিলেন, তাঁদের অনুভূতি ও প্রয়োজন অনেক সময় আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকা থেকে সরে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো সংবাদ আমাদের বিবেককে নাড়া দেয়। কোথাও বৃদ্ধ মা একা বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন, কয়েক দিন পর প্রতিবেশীরা খবর পেয়েছেন।

কোথাও বৃদ্ধ বাবা অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছেন, অথচ প্রতিষ্ঠিত সন্তানদের কারো সময় হয়নি তাঁর খোঁজ নেওয়ার। আবার কোথাও দেখা যায়, সন্তানরা বিদেশে বা দেশের বড় শহরে সুখী ও সফল জীবনযাপন করছেন, আর গ্রামের বাড়িতে থাকা মা-বাবা দিন পার করছেন নিঃসঙ্গতা, অবহেলা ও অপেক্ষার মধ্যে। এমনকি প্রতিষ্ঠিত সন্তানদের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে।

ভরণ-পোষণ আইন কি বৃদ্ধদের নিঃসঙ্গতা কাটাতে পারেএসব ঘটনা শুনে আমরা কিছুক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ জানাই, তারপর আবার অন্য কোনো আলোচিত ঘটনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু খুব কম মানুষই নিজেদের কাছে প্রশ্ন করি, আমরা আসলে কী করছি। প্রতি বছর মা দিবস ও বাবা দিবস এলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভরে যায় আবেগঘন স্ট্যাটাসে। কেউ মায়ের সঙ্গে ছবি দেন, কেউ বাবার ত্যাগের গল্প লেখেন, কেউবা কৃতজ্ঞতার দীর্ঘ বার্তা প্রকাশ করেন। এসব প্রকাশ অবশ্যই সুন্দর। মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা ইতিবাচক বিষয়। কিন্তু সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন এই ভালোবাসা বাস্তব জীবনের দায়িত্ববোধে পরিণত হয় না।

একজন বৃদ্ধা মা কিংবা বাবার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সব সময় অর্থ নয়। জীবনের একটি পর্যায়ে এসে মানুষের প্রয়োজন হয় সঙ্গ, সম্মান, খোঁজখবর এবং আপনজনের উপস্থিতি। একজন মা হয়তো সন্তানের ফোনের অপেক্ষায় থাকেন। একজন বাবা হয়তো চান সন্তানের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে। তাঁরা হয়তো আর নতুন কোনো সম্পদ চান না; তাঁরা শুধু অনুভব করতে চান যে তাঁরা এখনো পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

দুঃখজনকভাবে আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, নগরায়ণ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারার কারণে অনেক পরিবারে আবেগগত দূরত্ব বাড়ছে। আমরা অনেকেই মনে করি মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেই দায়িত্ব শেষ। কিন্তু সম্পর্ক কি শুধু অর্থনৈতিক লেনদেন? ভরণ-পোষণ কি ভালোবাসার বিকল্প হতে পারে?

আজকের বাস্তবতায় দেখা যায়, অনেক সন্তান তাঁদের মা-বাবার চিকিৎসা খরচ বহন করছেন, নিয়মিত অর্থ পাঠাচ্ছেন, কিন্তু মাসের পর মাস তাঁদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলছেন না। ফলে মা-বাবারা আর্থিকভাবে নিরাপদ হলেও মানসিকভাবে একাকী হয়ে পড়ছেন। এই একাকিত্ব অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতার চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, আমরা কেন এমন হয়ে উঠছি? আমরা কি সঠিক রাস্তায় আছি? আমরা ভালো চাকরি, উচ্চ বেতন, বড় বাড়ি, দামি গাড়ি এবং সামাজিক মর্যাদাকে সাফল্যের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে দেখছি। কিন্তু একজন মানুষ কতটা সফল, তা তাঁর ব্যাংক হিসাব দিয়ে নয়; বরং তিনি তাঁর বাবা-মায়ের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল, সেটি দিয়েও পরিমাপ করা উচিত।

বাংলাদেশে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার জন্য আইন রয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কারণ কোনো মা-বাবা যেন সন্তানের অবহেলায় অভুক্ত বা অসহায় অবস্থায় না থাকেন, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আইন দিয়ে ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করা গেলেও ভালোবাসা নিশ্চিত করা যায় না।

আইন কাউকে অর্থ দিতে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু কাউকে আন্তরিক হতে বাধ্য করতে পারে না। আদালত একজন সন্তানকে খরচ বহনের নির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু আদালত কি নির্দেশ দিতে পারে যে সে প্রতি সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলবে? অথবা বৃদ্ধ বাবার হাত ধরে হাঁটবে? ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের জন্ম আদালতে নয়; জন্ম পরিবারে, শিক্ষায় এবং সামাজিক মূল্যবোধে।

আজ যারা তাঁদের বৃদ্ধ মা-বাবাকে অবহেলা করছেন, তাঁদের একটি বিষয় গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন। সময় কখনো কারো জন্য থেমে থাকে না। আজ আমরা তরুণ, কর্মক্ষম এবং ব্যস্ত। কিন্তু একদিন আমাদের চুলও সাদা হবে, আমাদের শরীরও দুর্বল হবে, আমাদেরও কারো অপেক্ষায় থাকতে হবে। আজ আমরা আমাদের সন্তানদের সামনে যে আচরণের উদাহরণ তৈরি করছি, আগামীকাল তারাই সেই উদাহরণ অনুসরণ করবে।

একজন শিশু যখন দেখে তাঁর বাবা-মা দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানির প্রতি দায়িত্বশীল, তখন সে সম্মান ও মানবিকতার শিক্ষা পায়। আবার যখন দেখে বৃদ্ধদের অবহেলা করা হচ্ছে, তখন সে সেটিকেও স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু বর্তমানের নৈতিক কর্তব্য নয়; এটি ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণেরও একটি বিনিয়োগ। একটি সমাজ কতটা মানবিক, তা বোঝা যায় সে তার শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী এবং বৃদ্ধদের কিভাবে মূল্যায়ন করে তার মাধ্যমে। যে সমাজে বৃদ্ধ মা-বাবা সম্মান, নিরাপত্তা এবং ভালোবাসা নিয়ে জীবন কাটাতে পারেন, সেই সমাজই প্রকৃত অর্থে উন্নত সমাজ।

তাই মা দিবস বা বাবা দিবসের আবেগঘন পোস্টের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বছরের প্রতিটি দিনে তাঁদের পাশে থাকা। একটি ফোনকল, কিছু সময়, একটি খোঁজখবর, একটি আন্তরিক আলাপ–এসবের মূল্য অনেক সময় হাজার টাকার চেয়েও বেশি।

আমরা প্রায়ই বলি, মা-বাবার ঋণ কখনো শোধ করা যায় না। কথাটি সত্য। কিন্তু সেই ঋণ শোধ করার চেষ্টা অন্তত করা যায়। তাঁদের বার্ধক্যকে সম্মানজনক করা যায়। তাঁদের নিঃসঙ্গতা কিছুটা হলেও ভাগ করে নেওয়া যায়। প্রশ্ন হলো, আমরা কি শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভালো সন্তানের পরিচয় দিতে চাই, নাকি বাস্তব জীবনেও সত্যিকার অর্থে দায়িত্বশীল সন্তান হয়ে উঠতে চাই?

লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এক মায়ের করুণ মৃত্যু, আইন এবং মানবিকতা

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

পুলিশ সম্প্রতি রাজধানী ঢাকার মিরপুরের এক বাসা থেকে ৭৫ বছর বয়সী নূরজাহান বেগম নামের এক নারী তথা এক মায়ের মরদেহ উদ্ধার করে। সেই বাসার ভিডিও ফুটেজ থেকে দেখা যায়, ওই নারীর ঘরসহ পুরো ফ্ল্যাটের অবস্থা অত্যন্ত নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর।

এককথায়, বাসাটি বসবাসের অনুপযোগী। ফুটেজে দেখা যায়, নূরজাহান বেগমের ডান চোখে সাদা ফাঙ্গাসের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, ওই নারীর মৃত্যু হয়তো আরো কয়েক দিন আগেই হয়েছে এবং মরদেহ উদ্ধারের সময় তাতে পোকার অস্তিত্ব দেখা গেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমসূত্রে বলা হয়, ওই নারীর সন্তানদের মধ্যে এক ছেলে সরকারের যুগ্ম সচিব, এক ছেলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক এবং এক মেয়ে স্থানীয় এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘরের ভেতরে একজন প্রবীণ নারী তথা তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত সন্তানদের মা যেভাবে মারা গেলেন, তা কি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে? নিশ্চয় না। আর এ ধরনের মৃত্যু কি করুণ এবং অমানবিক মৃত্যু নয়? মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই যে কেউ 'প্রকৃত মানুষ' হতে পারে না–মিরপুরের এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের সমাজকে দেখিয়ে দিল, বুঝিয়ে দিল। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আর মানুষ হওয়া আলাদা বিষয়। পাশাপাশি এই ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আজকাল অনেক মানুষ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে যে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের ভরণ-পোষণ দিতে চায় না, এমনকি খোঁজখবর পর্যন্ত রাখতে চায় না।

এর চেয়ে অমানবিক ও দুঃখজনক বিষয় একজন মায়ের জন্য আর কী হতে পারে?

মিরপুরের এই বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে গণমাধ্যমে ফলাও করে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে তীব্র আলোচনার জন্ম দেয়। সামাজিক মাধ্যমে অনেককেই ওই নারীর সন্তানদের ছবি ও প্রোফাইল প্রকাশপূর্বক তাঁদের প্রতি তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, মৃত ওই মায়ের সন্তানরা 'উচ্চশিক্ষিত' ও সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁদের বৃদ্ধা মায়ের যথাযথ দেখাশোনা করেননি। আবার অনেকেই ওই মায়ের সন্তানদের চাকরিচ্যুত করে আইনের আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছেন। এদিকে নূরজাহান বেগমের মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশনা চেয়ে এরই মধ্যে আদালতে রিট হয়েছে।

ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আইনজীবী মো. শরীফ সরকার এ ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি করেন। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র (১৯৪৮) অনুযায়ী, নূরজাহান বেগমের মৌলিক অধিকার কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কি না, তা নিশ্চিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে ওই রিটে। আর এই তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এ ঘটনায় নূরজাহান বেগমের যে ছেলে সচিব, তাঁকে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (যুগ্ম সচিব) পদ থেকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করে সরকারের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

নূরজাহান বেগম নামের ওই মায়ের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধারসংক্রান্ত বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর এখন আলোচনায় এসেছে মা-বাবার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত আইনটি, যা 'পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩' নামে পরিচিত, যদিও এই আইনের ব্যবহার আমাদের দেশে খুবই কম দেখা যায়। আইনটির ৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক সন্তানকে তাঁর মা-বাবার ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং একাধিক সন্তান থাকলে প্রত্যেককে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ভরণপোষণ নিশ্চিত করতে হবে।' পাশাপাশি ওই আইনে বলা হয়েছে, কোনো সন্তান তাঁর মা-বাবাকে অথবা উভয়কে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বৃদ্ধাশ্রম কিংবা অন্য কোথাও একত্রে কিংবা আলাদাভাবে বাস করতে বাধ্য করতে পারবেন না। সন্তানরা তাঁদের মা-বাবার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখবেন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা ও পরিচর্যা করবেন। তা ছাড়া মা-বাবাকে নিয়মিত সঙ্গ প্রদান করার কথাও বলা হয়েছে ওই আইনে। এই আইনে বলা হয়, কোনো সন্তানের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয় যদি বৃদ্ধ মা-বাবার প্রতি সন্তানকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেন, তাহলে তাঁরাও একই অপরাধে অপরাধী হবেন, তাঁদেরও এই আইনের অধীন শাস্তির আওতায় আনা যাবে। আইনটির ৩(৭) ধারায় বলা হয়, কোনো মা বা বাবা কিংবা উভয়ে সন্তানদের সঙ্গে বসবাস না করে আলাদাভাবে বসবাস করলে ওই মা বা বাবার প্রত্যেক সন্তান তাঁর প্রতিদিনের আয়-রোজগার, মাসিক আয় বা বার্ষিক আয় থেকে যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ মা বা বাবা বা ক্ষেত্রমতে দুজনকেই নিয়মিত প্রদান করনেব। কোনো ব্যক্তি মা-বাবার ভরণ-পোষণ আইন অমান্য করলে প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার করা যাবে মা বা বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে। আইনটির ৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো প্রবীণ তাঁর সন্তানদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আনেন এবং সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে তাঁরা এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর যদি কোন মা-বাবার সন্তান বেঁচে না থাকেন বা ভরণ-পোষণের মতো কেউ না থাকেন, সে ক্ষেত্রে মা-বাবা ভরণ-পোষণ কমিটি (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত) তাঁদের বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি বা বেসরকারি পরিচালিত পরিচর্যাকেন্দ্রে রেখে পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে পারে।

মিরপুরের ওই মা নিশ্চয়ই অন্যান্য মায়ের মতোই অনেক কষ্ট করে, অনেক যত্ন নিয়ে তাঁর সন্তানদের বড় করেছিলেন। সেই সন্তানরা আজ উচ্চশিক্ষিত ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ তাঁরা মায়ের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি, যা দুঃখজনক। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের দূরত্বে অনেকেই একতরফা সন্তানকে দায়ী করেন। দায় যে তাঁদের নেই, সেটি নয়। তবে পরিস্থিতি অনেক সময় সবার অনুকূলে না-ও থাকতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবার শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি মানসিক নানা ধরনেরও সমস্যা দেখা দেয় এবং তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই সিজোফ্রেনিয়া রোগীর মতো আচরণ করেন। অনেকেই মা-বাবাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে চান, আবার অনেকেই মা-বাবাকে কাছে রাখতে চেয়েও তাঁদের নিজের দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা গণ্ডি ছাড়তে চান না, যেখানে সন্তানদেরও কিছু করার থাকে না। তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে পৃথিবীর প্রত্যেক মা-ই নিজে অনেক কষ্ট করে, খেয়ে না খেয়ে সন্তান লালন-পালন করে বড় করেন, শিক্ষিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের অনেকেই মানুষের মতো মানুষ হতে পারেন না। বলা বাহুল্য, মা-বাবা বার্ধক্যে পৌঁছলে তাঁদের সেবা-যত্ন ও ভালোভাবে দেখভাল করা প্রত্যেক সন্তানেরই নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন হয় অনেক সময়। আর এটি আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র যে বৃদ্ধ বয়সে অনেক মা-বাবাই অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেন। এ ধরনের অমানবিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে শুধু সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলাসহ মা-বাবার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, বরং এই অবস্থার সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ধর্মীয়, নৈতিক ও পারিবারিক শিক্ষার প্রসার এবং মানবিকতার বিকাশ ঘটানো; প্রয়োজন আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করা, মা-বাবার প্রতি সন্তানদের ভালোবাসা বজায় থাকা ও বজায় রাখাসহ তাঁদের দেখাশোনা করার মতো সত্যিকারের মনমানসিকতা বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। সর্বোপরি মা-বাবার দেখভাল ও ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানের উচিত নিজের বিবেক ও নৈতিকবোধকে জাগ্রত করা, মানবিকতার প্রকাশ করা। অন্যথায় মিরপুরের ওই ঘটনার মতো ভবিষ্যতেও যে আরো অনেক ঘটনাই সমাজে ঘটতে থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখক : অধ্যাপক (আইন বিভাগ), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

সীমান্তে কেন মানবিক বিপর্যয়ের এই দৃশ্য

আলতাফ পারভেজ

বিশ্বের প্রায় সর্বত্র উগ্র জাতীয়তাবাদের কদর এখন। এই মতাদর্শের বড় এক উপাদান 'অপর'কে অশান্তিতে রাখা। এটাই অনেক অঞ্চলে তার জনপ্রিয়তার জাদু। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের কবলে পড়েছে।

বামার জাতীয়তাবাদ বহুকাল দক্ষিণ সীমান্তে বাংলাদেশকে প্রায় স্থায়ী এক অশান্তিতে রেখেছে। ২০১৭ সালে প্রায় ১০ লাখ মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল তারা। এরপরও ওদিক থেকে থেমে থেমে আসছেই রোহিঙ্গা, ম্রো, খুমিরা। আর কয়েক দিন পরই রোহিঙ্গা বড় ঢেউয়ের ৯ বছরপূর্তি। এর মাঝেই শুরু সীমান্তের ভারতীয় দিক থেকে মানবতরঙ্গ।

পুশ ইন সমস্যা বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। তবে এবার নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়া মাত্র পুশ ইনের সুনামি শুরু হয়েছে বলা যায়। গত দুই সপ্তাহে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০ জায়গা দিয়ে নানা বয়সী মানুষদের ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেই ঠেলে দেওয়া নারী-পুরুষ-শিশুদের বাংলাদেশ জিরো লাইনে আটকে রাখছে। এভাবে মাইলের পর মাইল সীমান্তজুড়ে মানবিক বিপর্যয়ের দৃশ্য এখন।

গ্রীষ্মের ভয়াবহতায় এই মানুষেরা পুড়ছে, ভিজছে; আর দুই দেশের রাজনীতিবিদ ও সংবাদমাধ্যম সেসব দেখছে। উভয় রাষ্ট্র সীমান্তজুড়ে যার যার উদ্যোগের পক্ষে স্থানীয় মানুষদেরও জড়ো করছে। ফলে আধা যুদ্ধংদেহী অবস্থা এখন সীমান্তের বিভিন্ন স্পটে।

রোহিঙ্গাদের আরাকান থেকে বিতাড়নকালে 'আন্তর্জাতিক বিবেক' যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, এবার অবশ্য তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। এমনকি রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত খুলে দিতে নানা মহল যেভাবে উচ্চকণ্ঠ ছিল, তেমন কাউকেও এবার পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রায় তিন দশক ধরে থেমে থেমে এভাবে পুশ ইন কর্মসূচি চালাচ্ছে ভারতের প্রশাসন। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার শাসনামলে এই কর্মসূচি কিছুটা স্থগিত বা বন্ধ ছিল। মাঝে মাঝে এ রকম উদ্যোগ বন্ধ বা স্থগিত দেখে অনুমান করা হয়, এটা ভারতীয় শাসকদের একধরনের রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এবার বিশেষ কারণে সেই পদক্ষেপ বেশ ছন্দোবদ্ধ শক্তিতে এগোচ্ছে।

ভারতের কেন্দ্রে ও পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসামে একই মতাদর্শের সরকার কায়েম হওয়ায় পুশ ইন এবার সমন্বিত চেহারা নিয়েছে। এই পদক্ষেপের পক্ষে নতুন করে জনমত তৈরিতে নেমেছে আরএসএস-বিজেপি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদ ও সংবাদমাধ্যমগুলো। ভারতবাসীকে বোঝানো হচ্ছে জিরো পয়েন্টে রোদ-বৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়ে থাকা মানুষগুলোকে বাংলাদেশ নিয়ে নিলেই তাদের দেশটা নিরাপদ হবে। ভারতের উন্নয়নের পথে এই মানুষগুলো হলো বাধা।

গত আমলে পুশ ইন বন্ধ থাকার পর বিএনপি সরকার আসামাত্রই যদি পুশ ইন শুরু হয়, তাহলে সেটা ভারতের জন্য অবশ্যই ভুল কূটনীতি। কারণ, এটা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নবযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা হিসেবেই দেখা হবে।

সংঘ পরিবারের সারকথা, যাদের পুশ ইন করা হচ্ছে, তারা 'অবৈধ বাংলাদেশি' এবং 'নিরাপত্তা হুমকি'। মুশকিল হলো বাংলাদেশের ভেতরে বিগত দিনগুলোতে যাঁদের সফলভাবে পুশ ইন করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেক ভারতীয় নাগরিকও ছিলেন। দারিদ্র্য, বাংলা ভাষা এবং মুসলমান পরিচয়ের কারণে তাঁরা অনেকে পুশ ইনের গণকর্মসূচিতে পড়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সীমান্তের ওদিকে পুশ ইন কর্মসূচির তাত্ত্বিকদের ভাষ্য হলো, 'পোকা বাছাই' করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে মাত্র। অর্থাৎ পুশ ইনের শিকার মানুষগুলো হচ্ছে 'পোকামাকড়'তুল্য। আর বাংলাদেশ হলো পোকামাকড় ফেলার জায়গা।

এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে বলে ভারতীয় প্রশাসন গর্বও করে বিভিন্ন সময় এবং সেটা মিথ্যাও নয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, ভারতের বাংলাদেশ নীতিতে এভাবে হঠাৎ বাড়তি উত্তেজনা সঞ্চার হলো কেন?

ভূরাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মাঝে এই প্রশ্নের নানা উত্তর ঘুরছে। কেউ কেউ বলছেন, বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে বা চাপ প্রয়োগের অংশ হিসেবে নব আঙ্গিকে পুশ ইন শুরু হয়েছে। সেই 'বার্তা'টি কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান হয়তো সেটা জেনে থাকবেন। সরকারকেও নিশ্চয়ই সেসব অবহিত করেছেন তিনি। সাধারণ বাংলাদেশিরা তার কিছু জানেন না। তাঁরা কেবল দেখছেন সীমান্তে উদীয়মান উসকানি ও ত্রাস।

ভারত বরাবরই নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, বাংলাদেশকে তার স্বঘোষিত নিরাপত্তাবলয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপে তারা নজর রাখে। বাংলাদেশের এ রকম সব বিষয়ে তাদের পছন্দ-অপছন্দ ও মতামত রয়েছে। সেসব মতামতের কিছু তারা স্পষ্ট ভাষায় বলে, কিছু পরোক্ষ ভাষায় বোঝাতে চায়। বাংলাদেশও কিছু তার বোঝে, কিছু না বোঝার ভান করে, কিছু অগ্রাহ্য করে।

বাংলাদেশ ভারতের ক্ষুদ্র প্রতিবেশী হলেও স্বতন্ত্র, স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক আদর্শের সরকার ক্ষমতায় থাকবে, সেটা বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। যেমনটি ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্যে কারা সরকার গড়বে, সেটা সেই দেশের জনগণের পছন্দের বিষয়। উভয় দেশের শাসকদের অপর দেশের যেকোনো আদর্শের বা দলের শাসকদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ফলে গত আমলে পুশ ইন বন্ধ থাকার পর বিএনপি সরকার আসামাত্রই যদি পুশ ইন শুরু হয়, তাহলে সেটা ভারতের জন্য অবশ্যই ভুল কূটনীতি। কারণ, এটা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নবযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা হিসেবেই দেখা হবে। এটা এদিকেও পা।া জাতীয়তাবাদী উগ্রতা বাড়াবে।

কোনো কোনো ভূরাজনৈতিক ভাষ্যকার পুশ ইনের নবতরঙ্গের পেছনে 'তিস্তা মহাপরিকল্পনার' কথাও বলছেন। তিস্তার পানিতে যে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা রয়েছে, সেটা ভারতীয়দের তরফে স্বীকৃত। উভয় দেশ চুক্তি হওয়ার দ্বারপ্রান্তেও ছিল। তখন বলা হয়, নয়াদিল্লি বাংলাদেশকে জল দিতেই চায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাধায় চুক্তি আটকে আছে। কিন্তু বাংলাদেশ আর কত অপেক্ষা করবে?

ভারত যদি আন্তনদীতে পানি ছাড় না দেয়, তাহলে বাংলাদেশের সামনে বিকল্প দুটি; জাতিসংঘে যাওয়া বা অবকাঠামোগত উপায়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা। বাংলাদেশের সরকার দ্বিতীয় পথে হাঁটছে।

তিস্তার ভাটিতে অবকাঠামোগত উপায়ে আদৌ পানির অভাব মিটবে কি না, সেটা মহা বিতর্কিত বিষয়। পরিবেশবিদেরা সেসব নিয়ে কথা বলছেন। ভারত যদি এ রকম পরিকল্পনায় আপত্তি তোলে, পানির জন্য প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রীতে আপত্তি তুলে পুশ ইনের পথ বেছে নেয় সেটা কতটা ন্যায়সংগত, শোভন কিংবা সৎ প্রতিবেশীসুলভ হবে?

এমনকি, বাংলাদেশ যদি অন্য কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তি করে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে চায়, তাতেও ভারতের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভারত যে ইসরায়েলের সঙ্গে ক্রমাগত তার সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, নানা ধরনের সামরিক প্রকল্প নিচ্ছে, সেটা মুসলমানপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য সুখকর নয়। অর্থনীতির নানা বিষয়ে চীনের সঙ্গেও ভারতের ব্যাপক ও বিস্তৃত সম্পর্ক রয়েছে। তাহলে বাংলাদেশ কোন দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত বা সামরিক বিষয়ে সম্পর্ক গড়তে চায়, তাতে ভারতীয় আপত্তির কোনো যৌক্তিকতা থাকার কথা নয়।

ভারত সরকার একসময় বেশ জোরের সঙ্গে 'প্রতিবেশী প্রথম' পররাষ্ট্রনীতির কথা বলত। এই নীতি নিশ্চয়ই প্রতিবেশীর আবেগ, প্রয়োজন ও অধিকারকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশে একটা নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই চলতি ব্যাপকভিত্তিক পুশ ইন ওই নীতির সঙ্গে কি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বাংলাদেশ সরকার এখন নানা পথ ধরতে পারে। প্রথমত সীমান্ত পরিস্থিতি এবং পুশ ইনের শিকার মানুষের অমানবিক দশা আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারে। পাশাপাশি ভারত সরকারের কাছে কথিত অবৈধ বাংলাদেশিদের তালিকা চাওয়া এবং সেই তালিকা ধরে অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ নেওয়া। পুশ ইনের নামে কোনো ভারতীয় নাগরিককে এদিকে ঠেলে দেওয়া হলে সেটাও আন্তর্জাতিক সমাজকে দেখানো দরকার।

সীমান্ত পরিস্থিতি এই মুহূর্তে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ এবং বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সর্বোচ্চসংখ্যক রক্ষীকে ইতিমধ্যে সীমান্তে মোতায়েন করে ফেলেছে। ভারতের দিক থেকে বাড়তি উসকানি থাকলেও তাতে সাড়া না দেওয়াই শুভবুদ্ধির পরিচয় হবে। যদিও সীমান্ত আরও সুরক্ষিত করতে হবে।

ভারত সীমান্তে যে সংকট তৈরি করছে সেটা মানবিক, এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই বাংলাদেশকে এগোতে এবং এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। সময়টা বাংলাদেশের কূটনীতিক দক্ষতা প্রদর্শনের।

সম্পর্ককে জিরো লাইনে ঠেলে দেওয়া ভারতের দিক থেকে একটা ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া। উগ্র জাতীয়তাবাদ জুয়া খেলতে ভালোবাসে, আর গণতন্ত্র বাজি ধরে আলাপ-আলোচনার শক্তিতে।

আলতাফ পারভেজ : দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

লেবাননের গভীরে ঢুকে কোন ফাঁদে ইসরায়েল

এমোস হারেল

ইসরায়েলের সরকার ও গণমাধ্যম বেশ উচ্ছ্বসিত। কারণ, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) লেবাননের বেশ ভেতরে প্রবেশ করে প্রায় ৯০০ বছরের পুরোনো বিউফোর্ট দুর্গ দখল করে নিয়েছে। [কালাত-আল-শাফিক নামে পরিচিত এই দুর্গটি ১২ শতকে ক্রুসেডাররা নির্মাণ করেছিল।] গত রোববার সকালে ইসরায়েলি পত্রপত্রিকায় একটি মাত্র ছবিই যেন সবকিছু বলে দিচ্ছিল–দক্ষিণ লেবাননে বিউফোর্ট দুর্গের ওপর ইসরায়েলি পতাকার পাশাপাশি গোলানি ব্রিগেডের পতাকা উড়ছে। কিন্তু এই প্রতীকী দখলদারত্ব লেবানন অভিযানের কঠিন প্রশ্নগুলোকে ঢেকে রাখার এক প্রয়াস বলেই মনে হয়।

এই অভিযান থেকে এখন পর্যন্ত কৌশলগতভাবে কী অর্জিত হলো? অতীতের অভিযানগুলো থেকে কী শিক্ষা নেওয়া হয়েছে? এবং কীভাবে হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলার হুমকি ইসরায়েলি সেনাদের আহত করে যাচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় কারও মন নেই বলেই প্রতীয়মান হয়।

ইসরায়েলি গণমাধ্যমে যাঁরা আছেন, তাঁদের বেশির ভাগই আসলে অতীত থেকে কিছুই শেখেননি, আবার কিছুই ভোলেননি। তা না হলে ফাইবার অপটিক কেব্লের সহায়তায় পরিচালিত হিজবুল্লাহর ড্রোনগুলো ডজনে ডজনে কীভাবে প্রতিদিন ধেয়ে আসছে, তা জানার ও মোকাবিলার বিষয়টি গুরুত্ব পেত। উত্তর সীমান্তের যুদ্ধ কৌশল নিয়ে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকায় তা নিয়ে প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন করা হতো। এই সবকিছু বাদ দিয়ে আমরা এক ঐতিহাসিক দুর্গ দখলের রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছি।

প্রায় কেউই এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, এবং সর্বশেষ অভিযানে আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তা নিয়ে কোনো কথা বলছে না। এখনকার টেলিভিশন দর্শকদের অর্ধেকের বেশিই তো ১৯৮২ সালে জন্ম নেয়নি। সে কারণে তাদেরসহ সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে ওই বছর বিউফোর্ট দুর্গ দখল করতে গিয়ে গোলানি ইউনিটের কমান্ডার মেজর গিয়োরা হারনিকসহ ছয়জন সেনা প্রাণ হারিয়েছিল। এখনকার বেশির ভাগ টিভি দর্শকদের এটাও জানা নেই যে '৯০এর দশকে ইসরায়েলের দখলে থাকা নিরাপত্তা অঞ্চলে হিজবুল্লাহর পাতা বোমা কীভাবে আইডিএফের সাঁজোয়া যানগুলো উড়িয়ে দিয়েছিল।

নেতানিয়াহু তো যুদ্ধের মূল্য নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন, তাঁর কাছে মুখ্য হলো সাফল্য অর্জন। সে কারণে লেবাননে যুক্তরাষ্ট্রঘোষিত যুদ্ধবিরতি (যা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি) সত্ত্বেও ১৩ জন ইসরায়েলি নিহত হওয়ার সংখ্যা কোনো গুরুত্ব পায়নি, যেমন পায়নি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি ইসরায়েলি নিহত হওয়া। কিন্তু মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সাংবাদিকেরা গত রোববার যেভাবে বিউফোর্ট দুর্গ দখল নিয়ে কথা বলেছেন, তাতে মনে হচ্ছে এবার সবকিছু ভিন্ন রকম হবে এবং ক্রুসেডারদের প্রাচীন এই দুর্গ দখলের মধ্য দিয়ে হিজবুল্লাহর সমস্যা চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

গণমাধ্যমে যে কৃত্রিম উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে আছে এক করুণ বাস্তবতার ওপর। উগ্র ধর্মীয় ডানপন্থীরা এখন কল্পনার জাল বুনছে যে দক্ষিণ লেবাননে ইহুদি বসতি গড়ে তোলা হবে, যার মাধ্যমে দেশটিতে ইসরায়েলের স্থায়ী দখলদারি শুরু হবে। অথচ রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ইসরায়েলের সরকার এখন নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে।

আবার সেনাবাহিনী এক বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে। কেননা, ২০২৪ সালে হিজবুল্লাহকে নাস্তানাবুদ করার পরও তারা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত রোববার সকালে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন, 'আমরা আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী, প্রত্যয়ী ও একতাবদ্ধ হয়ে বিউফোর্টে ফিরে এসেছি।' এই যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আট হাজার হিজবুল্লাহ সন্ত্রাসীকে শেষ করে দিয়েছি, যার মধ্যে গত মাসেই শেষ করা হয়েছে ৭০০ জনকে।' মন্ত্রীবর্গ ও সংসদ সদস্যরাও তোতা পাখির মতো নেতানিয়াহুর দাবি পুনরাবৃত্ত করে চলেছেন।

আর নেতানিয়াহু তো যুদ্ধের মূল্য নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন, তাঁর কাছে মুখ্য হলো সাফল্য অর্জন। সে কারণে লেবাননে যুক্তরাষ্ট্রঘোষিত যুদ্ধবিরতি (যা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি) সত্ত্বেও ১৩ জন ইসরায়েলি নিহত হওয়ার সংখ্যা কোনো গুরুত্ব পায়নি, যেমন পায়নি ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত দুই হাজারের বেশি ইসরায়েলি নিহত হওয়া। আইডিএফও এই অভিযানগত ও কৌশলগত ব্যর্থতায় জড়িত, যা নেতানিয়াহু ইসরায়েলের জনগণের কাছে সর্বশক্তি দিয়ে এক সাফল্য হিসেবে বিক্রির চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক যে ২০২৪ সালে নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছিল, হিজবুল্লাহর সক্ষমতার বেশির ভাগটাই নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এবারের পরিস্থিতি পুরোপুরি ভিন্ন। হিজবুল্লাহ একটি সংগঠিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী হিসেবে কাজ করা বাদ দিয়ে তার শিকড় সেই গেরিলা সংগঠনে ফিরে গেছে। এর নেতৃত্বে বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে, যা মাঠপর্যায়ের নেতাদের স্বাধীনভাবে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে। তারা এখন গ্যালিলি জয়ের পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে। এর বদলে বেছে বেছে এমন সব দুর্বল এলাকা আঘাত হানার জন্য বেছে নিচ্ছে, যেখানে ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়। লেবাননের গভীরে ইসরায়েলি সেনারা প্রবেশ করায় এই কৌশল জোরদার হয়েছে।

বিউফোর্ট দখলের একটি কৌশলগত ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কেননা এর নিকটবর্তী নাবাতিয়েহ শৈলশিরায় নজর রেখে হিজবুল্লাহর বদর ইউনিটসহ বিভিন্ন সামরিক স্থাপনার ওপর হামলা চালানো সহজ হবে। কিন্তু চলমান অভিযান হিজবুল্লাহর ড্রোন হুমকি থামাতে পারবে না। এসব ড্রোনের পরিধি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

প্রথম অবস্থায় লেবাননকে একটি কৌশলগত সমস্যা মনে করা হয়েছে। কারণ, ২০২৩ সালে যুদ্ধ শুরুর সময় হিজবুল্লাহ যত হুমকি ছিল, সে তুলনায় এখন তা অনেক কম। আর পারস্য উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে তো বিশাল ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও হিজবুল্লাহ লেবানন সীমান্তের কাছে ইসরায়েলের ব্যাপক অংশে জীবনযাপন পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আর প্রতি সপ্তাহে ইসরায়েলি বাহিনীর গুটিকয় সেনা প্রাণ দিচ্ছে, ডজন ডজন আহত হচ্ছে।

উ।্রো পিঠে যখন নেতানিয়াহু ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাৎজ ভূখণ্ড দখল করে লেবাননের কাছ থেকে মূল্য আদায় করতে চাচ্ছেন, তখন হিজবুল্লাহর এই দাবিই জোরালো সমর্থন পাচ্ছে যে তারা ইসরায়েলি আগ্রাসন থেকে দেশকে রক্ষার জন্য লড়ছে।

এমতাবস্থায় এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, নেতানিয়াহু কি আশা করছেন যে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ দ্রুত শেষ করে লেবানন সীমান্তে একটা চুক্তি হবে? নাকি তিনি চান যে নির্বাচন পর্যন্ত ট্রাম্প তাঁকে হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দেবেন? নেতানিয়াহুর প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রয়েছে। তাই এসব প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই।

এমোস হারেল ইসরায়েলি সাংবাদিক

হারেৎজে প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত বাংলা রূপান্তর করেছেন আসজাদুল কিবরিয়া

ইসরাইলের কারাগারে ভয়াবহ

তিনি অন্য এক বন্দির কোলেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যান।

দায়মুক্তির আইনি ও রাজনৈতিক কাঠামো :

এ অমানবিকতাকে ইসরাইলের আইনি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুরক্ষা দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে সদে তেইমানে একটি দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় পাঁচ রিজার্ভ সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে তা তুলে নেওয়া হয়। উলটো কট্টরপন্থি ইসরাইলি মন্ত্রীরা অভিযুক্তদের 'নায়ক' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

ইসরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটে লিকুদ পার্টির সদস্য হানোচ মিলউইডস্কি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন, বন্দিদের মলদ্বারে কোনো বস্তু ঢুকিয়ে দেওয়া বা যেকোনো ধরনের নির্যাতন করা বৈধ।

অন্যদিকে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেস্কা আলবানিজ মন্তব্য করেছেন যে, এ নির্যাতন ফিলিস্তিনিদের মর্যাদা ধ্বংস করার একটি 'কাঠামোগত অংশ'।

পশ্চিমা বিশ্বের নীরবতা:

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ দুঃস্বপ্নের দায় এড়াতে পারে না। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট মাঝে মাঝে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করলেও ইসরাইলে সামরিক সহায়তা ও কূটনৈতিক সুরক্ষা প্রদান বন্ধ করেনি। আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগে এ ব্যর্থতা এবং জবাবদিহিতার অভাবই মূলত ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। সদে তেইমানের অন্ধকার করিডোরে যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর ভুক্তভোগীদের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়, তখন বিশ্ববিবেকের নীরবতাই এ অপরাধের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।-তেহরান টাইমসের প্রতিবেদন

যুক্তরাজ্যে আসছে নতুন আইন

বিদ্যমান নিরাপত্তা সুবিধা চালু করতে হবে অথবা অপারেটিং সিস্টেমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ১৮ বছরের কম বয়সিরা তাদের ডিভাইসে অশ্লীল কনটেন্ট তৈরি, আদান-প্রদান কিংবা দেখতে না পারে।

তিনি বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং শিশুদের সুরক্ষায় তাদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিন মাসের আলটিমেটাম : সরকার জানিয়েছে, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো আগামী তিন মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে এ বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে।

প্রস্তাবিত আইনে নিয়ম না মানা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা আরোপের পাশাপাশি চরম ক্ষেত্রে ফৌজদারি দায়ও নির্ধারণ করা হতে পারে। নতুন ও পুরনো-উভয় ধরনের স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটের ক্ষেত্রেই এসব বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে বয়স যাচাই করা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের ওপর এসব বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না।

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া

গুগল জানিয়েছে, শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ক্ষতিকর কনটেন্টের সংস্পর্শ কমাতে সুরক্ষিত সমাধান তৈরিতে যুক্তরাজ্যের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে। অন্যদিকে অ্যাপল ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্যের ব্যবহারকারীদের জন্য বয়স যাচাই ব্যবস্থা চালু করেছে। পাশাপাশি আইমেসেজসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ ও ব্লক করার সুবিধাও রয়েছে।

অনলাইন ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ : যুক্তরাজ্যে বর্তমানে কার্যকর রয়েছে অনলাইন সেফটি এক্ট, যার আওতায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহারকারীদের ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে সুরক্ষার আইনি দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে শিশু সুরক্ষা কর্মীরা বলছেন, অনলাইনে শিশুদের গ্রুমিং, সেক্সটরশন এবং অশ্লীল কনটেন্টের সংস্পর্শে আসা ঠেকাতে আরও কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে শিশু যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অনলাইন প্রতিবেদনের ৯১ শতাংশই ছিল শিশুদের নিজের তৈরি করা ছবি বা কনটেন্ট সংশ্লিষ্ট। এছাড়া গড়ে ১৩ বছর বয়সের মধ্যেই অধিকাংশ শিশু পর্নোগ্রাফিক কনটেন্টের মুখোমুখি হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য আসতে পারে নতুন বিধিনিষেধ : হোম সেক্রেটারি শাবানা মাহমুদ বলেছেন, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর নৈতিক দায়িত্ব হলো শিশুদের নগ্ন ছবি তৈরি, শেয়ার বা দেখার সুযোগ বন্ধ করা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে সরকার আইনগত পদক্ষেপ নেবে।

প্রযুক্তিমন্ত্রী লিজ কেন্ডাল বলেন, সব শিশুর ডিভাইসে নিরাপত্তা সুরক্ষা ব্যবস্থা ডিফলডভাবে চালু থাকা উচিত।

শিশু অধিকার সংগঠন এনএসপিসি সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে ডিজিটাল অধিকারবিষয়ক সংগঠন বিগ ব্রাদার ওয়াচ সতর্ক করে বলেছে, এসব উদ্যোগ অনলাইনে অতিরিক্ত পরিচয় যাচাইয়ের মতো বিতর্কিত ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারে এবং সমস্যার মূল কারণ সমাধান নাও করতে পারে।

এদিকে জাতীয় পরামর্শ প্রক্রিয়া শেষে ১৬ বছরের কম বয়সিদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে বয়সসীমা ও আসক্তি তৈরি করে এমন ফিচারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়টিও বিবেচনা করছে যুক্তরাজ্য সরকার।

সাতদিনে ৪ হাজার ২৪০ কোটি

চলমান পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে রেখেছে। যেকোনো পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রস্তুতি রয়েছে।

সংকটের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সহায়তা চাওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১০ হাজার কোটি টাকা তারল্য সহায়তা চেয়ে ব্যাংক একটি আবেদন করেছে। তবে এখনো টাকা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।

ইসলামী ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ মে ব্যাংকের আমানত স্থিতি ছিল ১ লাখ ৮৪ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা। ৭ জুন তা কমে দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৮০ হাজার ১৪১ কোটি টাকা। মাত্র সাত দিনে আমানতকারীরা ৪ হাজার ২৪০ কোটি টাকার আমানত তুলে নিয়ে গেছে। আর গত এক মাসে ব্যাংক আমানত হারিয়েছে ৬ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকা। গত ৩০ এপ্রিল আমানত ছিল ১ লাখ ৮৬ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা।

গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসলামী ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত তাদের হিসাবে এখনো টাকা রয়েছে। তবে সিআরআরে ঘাটতি এবং আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। তিনি জানান, চলতি হিসাবে তাদের ৭ হাজার ১৫ কোটি টাকার বেশি ছিল। তবে এখন কমে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নেমেছে।

এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ইসলামী ব্যাংকের প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার সিআরআর রাখতে হয়। তবে জমার চেয়ে বেশি উত্তোলন হওয়ায় তা রাখতে পারছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তাদের চলতি হিসাবের স্থিতি কমে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নেমেছে। আগামী দুই দিন উত্তোলনের চাপ থাকলে চলতি হিসাব নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ইসলামী ব্যাংক থেকে এস আলম গ্রুপ জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে নামে-বেনামে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যায়। এসব জাল-জালিয়াতির ঘটনা ২০২২ সালে সামনে আসে। এরপর আতঙ্কিত হয়ে গ্রাহকেরা টাকা তুলে নেয়। ফলে ব্যাংকটি ওই সময় সিআরআর রাখতে ব্যর্থ হয়। ব্যাংকের মোট আমানতের বিপরীতে ৪ শতাংশ হারে সিআরআর রাখার নিয়ম। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলতি হিসাবে ঋণাত্মক হয়ে যায়। ওই সময় চলতি হিসাবে দুই হাজার ৩০৮ কোটি টাকা ঋণাত্মক ছিল।

তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ব্যাংকটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। কয়েক মাসের মাথায় সিআরআর ঘাটতি থেকে বেরিয়ে আসে ব্যাংক। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলতি হিসাবে অর্থ জমা রাখতে সক্ষম হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে ব্যাংকের চলতি হিসাবে অর্থ দাঁড়ায় ৭ হাজার ১৫ কোটি টাকা। অস্থিরতায় তা কমে গতকাল ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকায় নেমেছে। গত ৮ জুন ছিল ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা।

যেভাবে নতুন করে সংকট শুরু

ঈদের আগে শেষ কর্মদিবস গত ২৪ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম জুবায়দুর রহমান পদত্যাগ করেন। পরে ওই দিন রাতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খুরশীদ আলমকে ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। খুরশীদ আলম ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান। তিন বছরের জন্য তাকে এ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয় আওয়ামী লীগ সরকার। তবে ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারানোর পর কর্মকর্তাদের আন্দোলনের মুখে ওই আমলে নিয়োগ পাওয়া তিনিসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন চার কর্মকর্তা পদত্যাগে বাধ্য হন। তাকে আবার ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিয়োগ করায় এর বিরোধিতা করে বিভিন্ন ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে আসছেন একদল গ্রাহক ও শেয়ারহোলডার। গত ১ জুন থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়। গ্রাহক ফোরাম খুরশীদ আলমের নিয়োগ বাতিলসহ সাত দফা দাবি করছে।

সেই ধারাবাহিকতায় টানা নবম দিনের মতো মঙ্গলবারও ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারের সামনে কর্মসূচি পালন করছেন তারা। শুধু ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারের সামনে নয়; বিভিন্ন শাখায় শাখায় কর্মসূচি পালন করেছেন। এদিন বেলা ১০টা থেকে ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারের সামনে সচেতন গ্রাহক ফোরামের ব্যানারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতদিন আন্দোলনে শুধু পুরুষদের অংশগ্রহণ থাকলেও এবারের অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন শতাধিক নারী গ্রাহক।

তারা বলেছেন, আর্থিক অনিয়মসহ নানা কেলেঙ্কারির অভিযোগ যার বিরুদ্ধে, তাকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়ায় জমানো অর্থ নিয়ে তারা আতঙ্কিত। নিজেদের অর্থের নিরাপত্তার জন্য হলেও খুরশিদ আলমের অপসারণ চান তারা।

কিডনি কেটে নেওয়ার হুমকি

করেছিলেন। অ্যারন বর্তমানে অর্থ পাচার ও মানবপাচারের অপরাধে ফ্রান্সে ১০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

কার্দো জাফ নামের আরেক পাচারকারীকে নিয়ে সম্প্রতি বিবিসি'র অনুসন্ধান চলার সময় অপহরণের বিস্তারিত এই তথ্য সামনে এসেছে। কার্দো জাফ গতমাসে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

অ্যারন এবং জাফ দুইজনই অতীতে একসঙ্গে কাজ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। তারা দুজনই ইরাকি কুর্দিস্তানের রানিয়া শহরের বাসিন্দা। শহরটি সক্রিয় চোরাকারবারীদের নেটওয়ার্কে ভরপুর বলে জানানো হয়েছে যুক্তরাজ্যের থিংকট্যাংক চাথাম হাউজের প্রতিবেদনে।

লিবিয়া উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর হয়ে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার একটি অবৈধ মানবপাচার রুট। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, লিবিয়ায় সরকারি নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি থাকায় অপরাধী চক্রগুলো সেখানে সক্রিয়।

লিবিয়ার বেশিরভাগই প্রতিদ্বন্দ্বী মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং মানব পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলো তাদের সহযোগিতার ওপরই নির্ভর করে।

বিবিসি'র অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে ইরাকি কুর্দিস্তান থেকে বিমানে লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি বন্দিশালায় নিয়ে গিয়ে জিম্মি করা হয়।

এরপরই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যাত্রার আয়োজন করা নোয়াহ অ্যারন পূর্বের করা চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন অভিযোগ করে প্রতি জিম্মির জন্য মুক্তিপণ দাবি করে মিলিশিয়া গোষ্ঠীটি।

অর্থ দিতে দেরি হলে কিডনি কেটে নেওয়া হবে বলে জিম্মিদের পরিবারগুলোকে ভিডিও পাঠানো হয়। জিম্মিদের অমানবিক পরিস্থিতিতে রাখা হত, শারীরিক নির্যাতন করা হত এবং নির্যাতনের ভিডিও স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা চলত। রানিয়া শহরের এক বাসিন্দা জানান, মুক্তিপণ দেওয়ার পর গত জানুয়ারিতে ইরাক সরকারের বিশেষ বিমানে তার ছেলেসহ ১১০ জন দেশে ফেরেন।

তবে তার ছেলের শরীরে একটি বড় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, যা জোর করে কিডনি কেটে নেওয়ার অস্ত্রোপচারের দাগ বলে তারা আশঙ্কা করছেন। যুক্তরাজ্যের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে, ক্ষতটি কিডনি কাটার দাগের মতোই।

কুর্দিস্তানের আঞ্চলিক সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা স্নেহ মেরানি জানান, ভয়াবহ এই ঝুঁকির পরও ইরাকি কুর্দিস্তান থেকে ইউরোপে অবৈধ অভিবাসনের প্রবাহ থামছে না।

তিনি ফিরে আসা অভিবাসীদের অনুরোধ করেছেন, তারা যেন নিজেদের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সবাইকে বলেন, যাতে অন্য কেউ এই বিপজ্জনক পথে পা না বাড়ায়। কুর্দি আঞ্চলিক সরকার/বিবিসি

লাইসেন্স ছাড়াই ১৭ বছর পাইলট,

যাওয়ার আগে তিনি এয়ার কানাডা কর্তৃপক্ষ এবং বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশাসন উভয় পক্ষকেই নিজের যোগ্যতার নথিপত্র নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিলেন বলে পুলিশ প্রমাণ পেয়েছে। অভিযুক্ত ওয়ালের একটি বৈধ সাধারণ বাণিজ্যিক পাইলট লাইসেন্স থাকলেও বড় যাত্রীবাহী বিমান চালানোর জন্য বাধ্যতামূলক 'এয়ারলাইন ট্রান্সপোর্ট পাইলট লাইসেন্স' ছিল না।

সাবেক এই ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি, ভুয়া নথি ব্যবহার, জাল ট্রেডমার্ক নিজের কাছে রাখা এবং জননিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর মতো বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পিল আঞ্চলিক পুলিশের প্রধান নিশান দুরাইআপ্পা এক বিবৃতিতে এই ঘটনাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে এই জালিয়াতি সরাসরি জননিরাপত্তা এবং গণআস্থার ওপর আঘাত হেনেছে কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি ৯০০টিরও বেশি ফ্লাইটে লাখ লাখ যাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে ফেলেছেন।

অন্যদিকে এয়ার কানাডা কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখার কথা জানালেও দাবি করেছে যে এর ফলে যাত্রী নিরাপত্তা কোনোভাবেই বিঘ্নিত হয়নি। বিমান সংস্থাটি স্পষ্ট করেছে যে তাদের প্রতিটি পাইলটকে প্রতি ছয় মাসে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ এবং বছরে একবার প্রত্যয়িত পাইলটের অধীনে ফ্লাইটের দক্ষতা পরীক্ষা দিতে হয়। জিওফ্রে ওয়াল তার পুরো কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণগুলোতে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং বড় বিমান নিখুঁতভাবে চালানোর উচ্চ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন।

কানাডার এই জাতীয় বিমান সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে এই ঘটনা জানার পরপরই উক্ত পাইলটকে সক্রিয় ডিউটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপোর্ট কানাডাকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে তাদের সকল পাইলটের লাইসেন্স অডিট বা পুনঃযাচাই করে অন্য কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক সংস্থা ফ্লাইট সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রধান এবং লাইসেন্সধারী পাইলট হাসান শাহিদি এই ঘটনাকে ব্যতিক্রমী ও বিরল বলে উল্লেখ করেছেন।

হাসান শাহিদি আল জাজিরাকে বলেন যে এখানে মূল সমস্যা কোনো অদক্ষ মানুষের বিমান চালানো নয়, বরং একজন পাইলট কর্তৃক দীর্ঘ বছর ধরে মূল প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকে ফাঁকি দেওয়া। এই ঘটনাটি লাইসেন্স যাচাইকরণ এবং সামগ্রিক নজরদারি প্রক্রিয়ার দুর্বলতাকে নির্দেশ করে যা এত বছর ধরে ধামাচাপা পড়েছিল। তবে পাইলট প্রশিক্ষিত থাকায় সাধারণ যাত্রীরা কোনো চরম ঝুঁকির মুখে পড়েননি বলেও তিনি মনে করেন।

এপস্টেইনের কাছে কেন

এক সময়ের নামকরা মডেলিং এজেন্সি 'এমসি২ মডেলস'-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্রনেল কেন এবং কীভাবে উঠতি মডেল ও অল্পবয়সি তরুণীদের এপস্টিনের মতো একজন অপরাধীর ব্যক্তিগত লালসার শিকার হতে পাঠাতেন, তা নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

দীর্ঘদিন আইনি লড়াই ও জনসম্মুখের আড়ালে থাকার পর এখন ক্রনেল এবং তার সহযোগীরা সেই অন্ধকার অধ্যায়ের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যা এই প্রতিবেদনে বিশদভাবে উঠে এসেছে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের অনুসন্ধানে জানা যায়, মডেলিং শিল্পে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ক্রনেল মূলত ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখা তরুণীদের প্রলোভন দেখাতেন। আন্তর্জাতিক ফ্যাশন জগতে প্রতিষ্ঠিত করার টোপ দিয়ে তিনি এই মেয়েদের জেফরি এপস্টেইনের ব্যক্তিগত বিমান, বিলাসবহুল দ্বীপ এবং ম্যানহাটনের ম্যানশনে পাঠাতেন। এপস্টেইন এই মডেলিং এজেন্সিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন, যার সুবাদে ক্রনেল তার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে তরুণীদের এক প্রকার পণ্য হিসেবে এপস্টেইনের কাছে সরবরাহ করতেন বলে তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে। ভুক্তভোগী বেশ কয়েকজন মডেল জানিয়েছেন, তারা ভাবতেও পারেননি যে একটি নামী এজেন্সির মাধ্যমে এসে তারা এমন ভয়াবহ যৌন নিপীড়নের ফাঁদে পড়বেন।

দীর্ঘদিন ধরে এসব অভিযোগ অস্বীকার করার পর, বর্তমান আইনি চাপ ও নতুন প্রমাণের মুখে ক্রনেল ও তার আইনজীবীরা এই কাজের পক্ষে নতুন যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাদের দাবি, এপস্টেইনের আসল অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক বা তার অন্ধকার জগত সম্পর্কে ক্রনেল সম্পূর্ণ অন্ধকারেই ছিলেন। তিনি কেবল একজন ধনী বিনিয়োগকারীকে খুশি রাখতে এবং মডেলদের স্পনসরশিপের ব্যবস্থা করতেই তাদের এপস্টিনের সাথে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন।

তবে ওয়াশিংটন পোস্টের হাতে আসা বিভিন্ন গোপন নথি, চিঠি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দি ক্রনেলের এই নির্দোষ সাজার দাবিকে নাকচ করে দিচ্ছে। নথিপত্রে দেখা গেছে, তরুণীদের ওপর এপস্টেইনের আচরণের ধরন সম্পর্কে ক্রনেল শুধু অবগতই ছিলেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই এই প্রক্রিয়ার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হামলা,

সহিংসতা চালানো হচ্ছে। বুধবার সকালে দেখা গেছে, বহু বাড়ি ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে এবং কিছু ঘরবাড়ি আগুনে পুরোপুরি পুড়ে গেছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার মিশেল ও'নিল এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন, "এই সহিংসতার কোনো অজুহাত বা যৌক্তিকতা হতে পারে না। মুখোশধারী ব্যক্তিদের এভাবে মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত কাপুরুষোচিত কাজ।"

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছেন, "গতরাতে মানুষজনকে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এটি স্পষ্ট। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। দায়ীদের পুরোপুরি আইনি ব্যবস্থার মুখে পড়তে হবে।"

অভিযোগের শুনানিতে বলা হয়, ছুরি হামলায় ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি চোখ, মুখ ও পিঠে মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন। পুলিশ আসার আগে স্থানীয় মানুষ হামলাকারীকে প্রতিহত করে ভুক্তভোগীকে বাঁচিয়েছেন বলে জানান সহকারী প্রধান কনস্টেবল রায়ান হেন্ডারসন।

মঙ্গলবার এই হামলার ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এর বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভের ডাক আসে। পুলিশ হামলার ঘটনাটিকে এখনই সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে বিবেচনা করছে না।

তবে এই ছুরি হামলার ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন যুক্তরাজ্যে জনরোষ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করা একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে রয়েছে। ওই হত্যাকাণ্ডে শিকার হয়েছিলেন এক ছাত্র। তিনি ছুরিকাঘাতে আহত হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। এরপর হামলাকারী মিথ্যা দাবি করে বলেন, ওই ছাত্রই প্রথমে বর্ণবাদী হামলা চালিয়েছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ব্রিটিশ পুলিশ গুরুতর আহত ছাত্রটিকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে উলটো তাকেই হাতকড়া পরায়। পরে তার মৃত্যু হয়।

মিথ্যা অভিযোগ করা শিখ সম্প্রদায়ের হত্যাকারীর সাজা গত সোমবার ঘোষণা করা হয়েছে। আদালতের রায় ঘোষণার পর পুলিশের অভিযানের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ পেলে তাতে দেখা যায়, মুমূর্ষু ও নির্দোষ ছাত্রটির আকুতি আমলে নিচ্ছে না পুলিশ। এই ভিডিওকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও রাজনৈতিক ঝড় ওঠে। বিশেষ করে বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে পুলিশ কেমন আচরণ করে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন ওঠে।

এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতি নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করেন ইলন মাস্ক। এক্সে দেওয়া পোস্টে মাস্ক পুলিশি অভিযানের সমালোচনা করেন এবং অন্য ব্যবহারকারীদের করা বেশ কিছু মন্তব্যও তিনি পুনরায় পোস্ট করেন।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্যে অভিবাসন নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। জনবাদী দলগুলোর দাবি, যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক ও আশ্রয় নীতি দেশে বিপজ্জনক ব্যক্তিদের প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে।

অভিবাসীবিরোধী কর্মী টমি রবিনসনের এক পোস্টের জবাবে মাস্ক লেখেন, "বারবার এবং জোরালো প্রতিবাদ করলেই কেবল পরিবর্তন আসবে।"

তবে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিচারমন্ত্রী নাওমি লং রয়টার্সকে বলেন, কিছু "স্বার্থান্বেষী মহল" সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করে বর্ণবাদী উসকানি দিচ্ছে। বিরোধী সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড লেবার পার্টির নেতা ক্লেয়ার হানা এই সহিংসতাকে "বর্ণভিত্তিক নিপীড়ন" বলে বর্ণনা করেছেন।

সহিংসতা দমনে পুলিশ বেলফাস্টের রাস্তায় সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে। পুলিশ জানায়, পূর্ব বেলফাস্টে প্রায় ১০০ জনের একটি দল বাড়িঘরের দরজা-জানালা ভেঙেছে এবং বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লন্ডনসহ যুক্তরাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট বিক্ষোভও হয়েছে। লন্ডনে বিক্ষোভকারীরা কিছু সময়ের জন্য পার্লামেন্ট চত্বর অবরোধ করে। এছাড়া স্কটল্যান্ডের দুটো বৃহত্তম নগরী গ্লাসগো এবং এডিনবরাতেও বিক্ষোভ হয়েছে। সূত্র : এএফপি

পর্দা উঠলো বিশ্বকাপের

যৌথভাবে আয়োজন করছে উত্তর আমেরিকার তিনটি দেশ– যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৪) এবং মেক্সিকো (১৯৭০ ও ১৯৮৬) বিশ্বকাপ আয়োজন করলেও, কানাডার জন্য এবারই প্রথম বিশ্বমঞ্চের আয়োজক হওয়ার ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তিন দেশের ১৬টি ভেন্যুতে ৩৯ দিনব্যাপী এই আসরে সর্বমোট ১০৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার ম্যাক্সিকোর ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকায় (আজটেকা স্টেডিয়াম) ম্যাক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের খেলা। আর ১৯ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে এই বিশ্বযুদ্ধের।

সোনালীপে ইউকে'র তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বিল্লাহ। তিনি গত তিন বছরে সোনালীপে'র অর্জন ও প্রবাসী কমিউনিটিকে নিরাপদ ও কার্যকর রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন সোনালীপে'র সিইও হাদায়েতুল ইসলাম। তিনি প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং নতুন পাকিস্তান রেমিট্যান্স করিডোর চালুর ঘোষনা দেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থ প্রেরণ সেবা আরও শক্তিশালী হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার সুজন দেবনাথ । তিনি সোনালীপের সফল তিন বছরের যাত্রার জন্য অভিনন্দন জানান এবং প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজতর করতে প্রতিষ্ঠানটির অবদানের প্রশংসা করেন।

বক্তৃতা পর্ব শেষে প্রতিষ্ঠানটির ঈদ উপলক্ষে আয়োজিত "সেন্ড মোর, উইন মোর" প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্র্যান্ড প্রাইজ বিজয়ীকে একটি নতুন স্যামসাং এস২৬ স্মার্টফোন উপহার দেওয়া হয়। পরে নৈশভোজের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ গজল সন্ধ্যা। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন খ্যাতনামা পাকিস্তানি শিল্পী শাহাফকাত আলী খান। তাঁর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, অংশীদার এবং সোনালীপের গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন । আয়োজকদের মতে, এই আয়োজন সোনালীপে ইউকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে নাক গলাবেন না

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের (সাবেক টুইটার) মালিক ও ধনকুবের ইলন মাস্ককে যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক না গলাতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। যুক্তরাজ্যজুড়ে তীব্র জনরোষ ও বিক্ষোভের জন্ম দেওয়া একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে মাস্ক এক্সে বিতর্কিত পোস্ট করার পর গত ৪ জুন বৃহস্পতিবার স্টারমার এ হুঁশিয়ারি দেন।

একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। গত বছর হেনরি নোয়াক নামের ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ ছুরিকাঘাতে আহত হন। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার পর (শিখ সম্প্রদায়ের) হামলাকারী দাবি করেন, হেনরি প্রথমে তাঁর ওপর বর্ণবাদী হামলা চালিয়েছেন।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে ব্রিটিশ পুলিশ গুরুতর আহত হেনরিকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে উলটো হাতকড়া পরিয়ে রাখে। পরে হেনরির মৃত্যু হয়। একপর্যায়ে জানা যায়, হত্যাকারীর ওই অভিযোগ মিথ্যা ছিল। গত ৮ জুন সোমবার শিখ সম্প্রদায়ের ওই হত্যাকারীর সাজা ঘোষণা করা হয়।

আদালতের রায় ঘোষণার পর পুলিশের সেই অভিযানের একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায়, মুমূর্ষু ও নির্দোষ নোয়াকের আকুতি আমলেই নিচ্ছেন না পুলিশ কর্মকর্তারা। ভিডিওটি সামনে আসার পর যুক্তরাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও রাজনৈতিক ঝড় তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে পুলিশ কেমন আচরণ করে, তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতি নিয়েই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করে বিতর্কের জন্ম দেন ইলন মাস্ক।

কিয়ার স্টারমার বলেন, এ ঘটনায় পুলিশকে জবাবদিহি করতে হবে। তবে ওই ঘটনায় বিক্ষোভের নামে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, একটি মৃত্যুকে পুঁজি করে উত্তেজনা ছড়ানোর এ চেষ্টা 'ক্ষমার অযোগ্য'।

সাংবাদিকদের স্টারমার বলেন, 'মাস্ক কয়েক দিন ধরে আবার আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছেন এবং বিভাজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু যুক্তরাজ্য এভাবে চলে না।'

স্টারমারের এ বক্তব্যের বিষয়ে এক্স কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। দুই পক্ষের এমন অভিযোগ এমন এক সময় সামনে এল, যখন মাস্কের মালিকানাধীন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্স মার্কিন শেয়ারবাজারে সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আইপিও (প্রাথমিক গণপ্রস্তাব) ছাড়ার জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ব্রিটিশ পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ ইলন মাস্কের :

এক্সে দেওয়া পোস্টে ইলন মাস্ক ইঙ্গিত করেন, ব্রিটিশ পুলিশ শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। পাশাপাশি পুলিশি অভিযানের সমালোচনা করে অন্য ব্যবহারকারীদের করা বেশ কিছু মন্তব্যও তিনি রিপোস্ট করেন।

গত ৩ জুন বুধবার এক পোস্টে মাস্ক লেখেন, 'পাশ্চাত্য এক চরম ক্ষতিকর রাষ্ট্রীয় ধর্ম তৈরি করেছে, যেখানে কাউকে বর্ণবাদী বলাটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়! এমনকি ধর্ষণ বা খুনের চেয়ে একে বড় অপরাধ হিসেবে দেখানো হচ্ছে!' অবশ্য পুলিশ ও ব্রিটিশ সরকার পুলিশি ব্যবস্থায় এমন বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

নিহত তরুণের পরিবার গতকাল কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করে। পুলিশের এমন আচরণকে 'অমানবিক ও অবমাননাকর' বলে উল্লেখ করলেও আদালতের রায়ের পর পরিবারটি বলেছে, নোয়াকের মৃত্যুকে যেন নতুন করে কোনো বিভেদ, ঘৃণা বা উত্তেজনা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা না হয়।'

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 I Issue 14 I 12 - 18 June 2026

বেলফাস্টে ছুরি হামলার জের

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হামলা, গাড়িতে আগুন

দেশ ডেস্ক, ১২ জুন ২০২৬: যুক্তরাজ্যে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে এক ব্যক্তির ওপর ছুরিকাঘাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমিগ্রান্ট-বিরোধী বিক্ষোভ সহিংস রূপ নিয়েছে। ৯ জুন মঙ্গলবার রাতে শুরু হওয়া এই সহিংসতায় মুখোশধারী একদল ব্যক্তি বেশ কয়েকটি পরিবারের ঘরবাড়িতে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু যানবাহনে আগুন দিয়েছে। ওদিকে, ছুরিকাঘাতের ঘটনায় হত্যাচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত ৩০ বছর বয়সী সুদানি নাগরিক হাদি আলোদিদকে বুধবার আদালতে হাজির করা হয়। ছুরি হামলার শিকার ব্যক্তির চোখ হারানোর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর উত্তর আয়ারল্যান্ডজুড়ে বিভিন্ন স্থানে শত শত বিক্ষোভকারী পুলিশের ওপর হামলা চালায় এবং গাড়িতে আগুন দেয়। বিবিসি জানিয়েছে, জ্বলন্ত বাড়ি থেকে পুলিশকে কয়েকটি পরিবারকে উদ্ধার করতে দেখা গেছে। রাজনৈতিক নেতারা জানিয়েছেন, জাতিগত সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে এ ই

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সোনালীপে ইউকে'র ততীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

পাকিস্তান রেমিট্যান্স করিডোর এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

দেশ রিপোর্ট, ১২ জুন ২০২৬: সোনালী ব্যাংক পিএলসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান সোনালীপে ইউকে লিমিটেড তাদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে এবং একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান রেমিট্যান্স করিডোর চালু করেছে। এ উপলক্ষে বার্মিংহামের মুঘল-ই-আজম রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ব্যাংকুয়েটিং হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৬ জুন শনিবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাইলা লতিফ । অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সোনালীপে গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসুম

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইলন মাস্ককে সতর্ক করলেন স্টারমার

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে নাক গলাবেন না

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk